ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-149 ■ 28 February, 2026 ■ আগরতলা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা

ইসলামাবাদ/কাবুল, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। পাকিস্তান শুক্রবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল এবং দক্ষিণের শহর কান্দাহার-এ বিমান হামলা চালানোর পর আফগান তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে "যুদ্ধ" ঘোষণার কথা জানিয়েছে। হামলার কয়েক ঘণ্টা আগেই আফগান বাহিনী সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়, যা তালিবান সরকারের মতে পূর্ববর্তী প্রাণঘাতী হামলার প্রতিশোধ। পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার সামাজিক মাধ্যমে জানান, তালিবান প্রতিরক্ষা লক্ষ্যবস্তুতে কাবুল, পাকতিয়া প্রদেশ ও কান্দাহারে আঘাত হানা হয়েছে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একে "খোলা যুদ্ধ" হিসেবে বর্ণনা করেন, আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি বলেন, এটি ছিল তালিবানের "উন্মুক্ত আগ্রাসনের উপযুক্ত জবাব"।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাবুলে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে যুদ্ধবিমান উড়তে দেখা গেছে এবং একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, পরে গোলাগুলিও হয়। কান্দাহারেও আকাশে যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে বলে জানিয়েছেন সাংবাদিকরা।

তালিবান সরকারের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ পাকিস্তানি বিমান হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করলেও জানিয়েছেন, এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

এর কয়েক ঘণ্টা আগে মুজাহিদ সীমান্তে বৃহৎ আকারের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করার ঘোষণা দেন, পাকিস্তানি সেনার বারবার লঙ্ঘনের জবাব হিসেবে। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, স্থল অভিযানে তাদের অন্তত আট সেনা নিহত হয়েছে। সীমান্তবর্তী তোরখাম এলাকায় শরণার্থী শিবিরে মর্টার হামলায় বহু সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে।

নানগারহার প্রদেশের তথ্য প্রধান কুরেশি বাদলুন জানান, শরণার্থী শিবিরে মর্টার আঘাতে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে এক নারীর অবস্থা গুরুতর।

গত অক্টোবরের সংঘর্ষের পর থেকে দুই দেশের সীমান্ত প্রায় বন্ধ রয়েছে, যদিও আফগান প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তালিবান দাবি করেছে, কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাকে জীবিত আটক করা হয়েছে, তবে ইসলামাবাদ তা অস্বীকার করেছে।

এর আগে পাকিস্তান নানগারহার ও পাকতিকা প্রদেশে বিমান হামলা চালায়, যেখানে জাতিসংঘ মিশনের মতে অন্তত ১৩ জন বেসামরিক নিহত হন। তালিবান সরকারের দাবি, মৃতের সংখ্যা ১৮। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ৮০-র বেশি জঙ্গি নিহত হওয়ার দাবি করা হলেও তালিবান তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, আফগানিস্তান তাদের ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানে হামলা চালানো জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, যদিও তালিবান সরকার তা অস্বীকার করে আসছে।

সম্প্রতি ইসলামাবাদে শিয়া মসজিদে আত্মঘাতী হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত হওয়ার ঘটনার পর পাকিস্তান সীমান্তে অভিযান জোরদার করে। ওই হামলার দায় স্বীকার করে ইসলামিক স্টেট-খোরাসান। সংগঠনটি গত মাসে কাবুলের এক রেস্তোরাঁয় আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দায়ও নিয়েছিল। এদিকে, জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস উভয় পক্ষকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং কূটনৈতিক পথে সমাধান খুঁজতে আহ্বান জানিয়েছেন বলে সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন।

পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে।

উদ্বেগ রাষ্ট্রসংঘের সংলাপের মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান

কাবুল, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক সংঘর্ষ আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক করলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। তিনি উভয় দেশকে সংলাপ ও কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মেটানোর আহ্বান জানিয়েছেন এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পথে সমাধান চায় রাশিয়া

মস্কো, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র সংঘর্ষ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল রাশিয়া। শুক্রবার রুশ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা উভয় দেশকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়ে মতভেদ মেটানোর আহ্বান জানান। এক্স-এ পোস্ট করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

জনগণের সঙ্গে সেতুবন্ধন তৈরি করা ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। আমাদের দেশের সংবিধান কেবল একটি আইনি পাঠ্য নয়, এটি একটি পথপ্রদর্শক, যা দেশের প্রতিটি নাগরিকের ন্যায্য সমতা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। আমাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের প্রতি কর্তব্য পালন করা। আজ আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে সমস্ত অংশের মানুষের প্রতি জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা- শীর্ষক সেমিনার ও কর্মশালার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন।

কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষকের উন্নয়নে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। প্রতিটি কৃষক পি.এম. কিষাণ কিংবা প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার সুবিধা পেয়েছেন কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়াও জনপ্রতিনিধিদের অন্যতম দায়িত্ব। জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা হচ্ছে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা। জনপ্রতিনিধিরাই হচ্ছেন জনগণের আস্থার স্থান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর(ডা.) মানিক সাহা বলেন, জনগণের সম্মান রক্ষা, ব্যক্তিগত আচরণে শালীনতা

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি জবাবদিহিতা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, আজকের কর্মশালার বিষয় সকল শ্রেণির জনগণের প্রতি জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা কেবল আলোচনার বিষয় নয়, এটি কার্যকর গণতন্ত্রের একটি ভিত্তি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সংবিধানের উল্লেখিত ন্যায় অধিকার প্রতিটি নাগরিককে প্রদান করা। সমাজের কৃষক, জনজাতি সম্প্রদায়ের জনগণ, মহিলা, যুবক, প্রত্যেকের ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। তিনি জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, দায়িত্ববোধ বলতে বোঝায় যে আপনি একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হলেও আপনার কর্তব্য সমগ্র রাজ্য

বজায় রাখা, সমস্যায় মানুষের পাশে থাকা এবং কাজের প্রতি পূর্ণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই একজন জনপ্রতিনিধির প্রকৃত পরিচয়। জবাবদিহিতাই গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রকে আরও স্বচ্ছ, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলার লক্ষ্যে আজকের এই উদ্যোগ এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। জনগণের আস্থা অর্জন করা এবং সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষা করাই একজন জনপ্রতিনিধির সর্বোচ্চ অঙ্গীকার। নৈতিকতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত মজবুত হলেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়। তিনি বলেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

জনগণের প্রকৃত উন্নতি ঘটানো ঃ হরিবন্স সিং

এবং জনগণের জন্য সমর্পিত। পাশাপাশি উন্নয়নের সুফল সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করাও জনপ্রতিনিধিদের গুরুদায়িত্ব। আমরা গর্বিত যে আমাদের রাজাকে একটি পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্যে গুণমানসম্মত শিক্ষার একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা। তিনি বলেন, রাজ্যে নারী ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই বর্তমানে রাজ্যে বহু মহিলা লাখপতি দিদি হিসেবে তৈরি হয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যের ১ লক্ষের উপর মহিলা এন্ট্রাপ্রেনার হয়ে উঠেছেন।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ বিশ্বমঞ্চে ভারতের মর্যাদা ও গৌরব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গৌরব রক্ষা ও একে আরও সুদৃঢ় করা প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের সংবিধান আমাদের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করেছে। সংবিধানের এই মর্যাদা ও চেতনাকে সুরক্ষিত রাখা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের কাজ শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় মানুষের কাছে যাওয়া নয়। সারা বছর মানুষের পাশে থাকা, তাঁদের সমস্যা শোনা ও দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়াই প্রকৃত জনসেবা। তিনি আরও বলেন, জনগণ সব দেখে, সব বোঝে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুকন্যার শ্লীলতাহানির অভিযোগে যুবকের চার বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। নয় বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক যুবককে চার বছরের সশ্রম কারাদন্ডের রায় দিয়েছে সোনামুড়া আদালত। ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর দোষী সাব্যস্ত করেছেন বিচারক।

জানা গেছে, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মেলাঘর জুমেরঢেপা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ মাধব দেবনাথের ছেলে রাকেশ দেবনাথ একই এলাকার এক নাবালিকা শিশুকন্যার সঙ্গে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে মেলাঘর থানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায়

কেজরিওয়াল - সিসোদিয়াকে অব্যাহতি

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। কথিত আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় প্রাক্তন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া-সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে অস্বীকার করল দিল্লির একটি আদালত। এতে বড় ধাক্কা খেল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত অভিযুক্তদের অব্যাহতির আবেদন মঞ্জুর করে জানায়, তদন্তে এমন কোনও পর্যাপ্ত প্রমাণ সামনে আসেনি যা থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা, এমনকি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অভিযোগ গঠনের মতো উপযুক্ত ভিত্তি নেই বলে আদালত পর্যবেক্ষণ করে।

এর আগে আবগারি নীতি সংক্রান্ত তদন্তে কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে।

উল্লেখ্য, বিতর্কিত মামলাটি দিল্লি সরকারের ২০২১-২২ অর্থবর্ষের আবগারি নীতি ঘিরে। লাইসেন্স প্রদান ও মূল্য নির্ধারণে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় ওই নীতি পরে প্রত্যাহার করা হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অভিযোগ ছিল, আম আদমি পার্টির (আপ) শীর্ষ নেতারা 'সাউথ গ্রুপ' নামে পরিচিত একটি কার্টেলের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে নির্বাচিত মদ লাইসেন্সধারীদের সুবিধা পাইয়ে দেন।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি ছিল, নীতির অনিয়মিত প্রয়োগের ফলে সরকারি কোষাগারের বিপুল ক্ষতি হয়েছে এবং লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধি ও ছাড়ের ক্ষেত্রে কারচুপি করা হয়েছে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইয়ের দুর্নীতি মামলায় কেজরিওয়ালকে জামিন দেয়। আদালত তাঁকে বিচার প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দেয় এবং মামলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্রেন উল্টে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। লেফুঙ্গা থানাধীন লেম্বুছড়া চৌমুনীতে একটি ১৬ চাকার ট্রাকে করে ক্রেন এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। চলন্ত অবস্থায় ট্রাকের উপর থেকে ক্রেনটি উল্টে গিয়ে রাস্তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় বাবুল-কোয়েল সহ তৃণমূলের চার প্রার্থী

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গায়ক-রাজনীতিক বাবুল সুপ্রিয়, প্রাক্তন ডিজিপি রাজীব কুমার, আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক-কে প্রার্থী করা হয়েছে।

দলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মনোনীত প্রার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। তাঁদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রাজ্যসভায় দলের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়েছে, দল সর্বদা দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন প্রার্থীরাও দলের সেই ঐতিহ্য, লড়াইয়ের মানসিকতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখবেন বলেই বিশ্বাস নেতৃত্বের। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেই এই চারজনকে মনোনীত করা হয়েছে। আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে এই ঘোষণাকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরা হল না এক সন্তানের বাবার। লেম্বুছড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত গণেশ চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা অমল ভীলের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মৃতের ছোট ভাই জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো দিনমজুরির কাজে সকালে বাড়ি থেকে বের হন অমল ভীল। স্থানীয় দুই ব্যক্তির সঙ্গে তিনি কৃষ্ণচন্দ্র কোবরা পাড়ায় কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুপুরের পর থেকেই তাঁর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। পরে এলাকাবাসীরা তাঁর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন এবং বিষয়টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়ম

শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যে আট বছরের শাসনকালে দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা চরম আকার ধারণ করেছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস-এর মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি রাজ্য সরকার, এডিসি এবং পুরনিগম সহ বিভিন্ন সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান।

প্রবীর চক্রবর্তীর দাবি, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যের প্রায় সব দফতরেই বাজেট বরাদ্দ, কেন্দ্রীয় প্রকল্প, ডোনার মন্ত্রক, নীতি আয়োগ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এডিবি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি অডিট, সিএজি রিপোর্ট এবং সামাজিক নিরীক্ষায় একাধিক অসঙ্গতির তথ্য উঠে এলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের তরফে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। কোথাও কোথাও তদন্তের কথা বলা হলেও তার বাস্তব ফলাফল রাজ্যবাসী জানতে পারেননি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আর্থিক বেনিয়মের ফলে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আদিবাসী কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে বরাদ্দ অর্থ ফেরত যাচ্ছে। এমনকি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতরে বেতন প্রদানে অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। "ডাবল ইঞ্জিন" সরকারের বড় বড় বিনিয়োগের দাবির পরও বাস্তবে রাজ্যে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস মুখপাত্র।

চাকরির প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ রেখে চুক্তিভিত্তিক ও অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে। এজেন্সির মাধ্যমে স্বল্প বেতনে নিয়োগ এবং আবেদন ফি বাবদ বিপুল অর্থ আদায়ের অভিযোগও তোলেন তিনি। এডিসিতেও গত চার বছরে আর্থিক অনিয়ম হয়েছে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর বৈঠক

রাজ্যে সবুজ শক্তি পরিকল্পনায় জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। আজ ত্রিপুরা সফরে আসেন কেন্দ্রীয় নবায়নযোগ্য শক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে চলমান প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বৈঠকে ত্রিপুরা-র টেকসই শক্তি উন্নয়নকে সামনে রেখে বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্যে সৌর ও অন্যান্য পরিষ্কার শক্তি ব্যবহারের প্রসার, নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং কেন্দ্র—রাজ্য যৌথ উদ্যোগে কাজ এগিয়ে নেওয়ার বিষয়েও মতবিনিময় হয়েছে।

এই বৈঠক রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি সবুজ শক্তি লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

নাতির বিরুদ্ধে দিদার নালিশ আগাম জামিন মঞ্জুর হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগে স্বামী ও ১৪ বছরের নাবালক ছেলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় অগ্রিম জামিনের আবেদনে রায় দিয়েছে ত্রিপুরা হাই কোর্ট। আদালত নাবালকের শিক্ষাজীবনের স্বার্থে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকে জামিন মঞ্জুর করলেও, বাবার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারির আদেশে বিচারপতি টি. অমরনাথ গৌড় বলেন, দিদিমা তাঁর নিজের নাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং ভুক্তভোগী তাঁরই মেয়ে, এই বিষয়টি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে, প্রাথমিকভাবে অভিযুক্তদের আচরণে যদি কোনও সন্দেহজনক বিষয় না থাকত, তবে মা ও দিদিমার অভিযোগ জানানোর প্রশ্ন উঠত না। আদালতের মতে, নাবালকটি হয়তো বাবার প্রভাব বা প্ররোচনায় কাজ করেছে। নচেৎ অভিযোগকারী ও ভুক্তভোগীর পক্ষে শিশুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা স্বাভাবিক নয়।

মামলার সূত্রপাত ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর ভুক্তভোগীর মায়ের দায়ের করা এফআইআর থেকে। অভিযুক্তরা হলেন ভুক্তভোগীর স্বামী এবং তাঁদের নাবালক পুত্র। অভিযোগ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্রুত ফলাফল প্রকাশ ও একত্রে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। অতিসত্বর এসটিজিটি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং একত্রে নিয়োগের দাবিতে শিক্ষাভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক চাকরিপ্রার্থী যুবক-যুবতী। আজ সকাল থেকে টিআরবিটি (ত্রিপুরা টিচার্স ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কয়েক ঘন্টার জন্য দক্ষিণ জেলার এসপি দুই স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ।। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে দক্ষিণ জেলা পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ উদ্যোগ। আজ কয়েক ঘন্টার জন্য দক্ষিন জেলার এসপি হলেন দুই স্কুল পড়ুয়া। পুলিশের প্রটোকল অনুসারে তাকে বরণ করা হয়। বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র কুনাল ত্রিপুরা ও ছাত্রী অম্বিকা ভৌমিক দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
১৫ ফাল্গুন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

যুদ্ধের মেঘ!

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের উত্তেজনা এক ভয়াবহ রূপ নিয়াছে। বিতর্কিত ডুরান্ড লাইন সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শুক্রবার ভোরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিমান হামলা চালাইয়াছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদ জানাইয়াছে, 'অপারেশন গজব লিল হক' নামের এই অভিযানটি শুক্রবার ভোররাত থেকে শুরু হইয়াছে।পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এই পরিস্থিতিকে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে 'খোলা যুদ্ধ' হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত খাইবার পাখতুনখাওয়ার বিভিন্ন সেক্টরে আফগান তালিবানের উসকানিমূলক গোলাগুলির জবাব দিতেই পাকিস্তান সরকার এই কঠোর পদক্ষেপ নিয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছে। পাকিস্তানের এই অভিযানের অংশ হিসাবে শুক্রবার ভোরে কাবুল, কান্দাহার এবং পাকতিয়া প্রদেশে বিমান হামলা চালানো হয়। কাবুলের বাসিন্দারা শক্তিশালী বিস্ফোরণ এবং আকাশে যুদ্ধবিমানের শব্দ শোনার কথা জানাইয়াছেন।পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রকের দাবি, চিত্রাল, খাইবার ও বাজাউর-সহ বেশ কিছু সীমান্তে তালিবান হামলার প্রেক্ষিতেই এই অভিযান শুরু করা হইয়াছে। অভিযানের অংশ হিসেবে পাকিস্তান বিমানবাহিনী ইতিমধ্যে কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়া-সহ বিভিন্ন প্রদেশে তালিবানদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা ও গোলাবারুদ ভাণ্ডারে হামলা চালাইয়াছে। এই সংঘাতে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের দুই নিরাপত্তাকর্মী এবং ১৩৩ জন আফগান তালিবান যোদ্ধা নিহত

হইয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছে। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়া প্রদেশে তালিবানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালাইয়াছে। পাকিস্তান বিমানবাহিনী নাঙ্গারহার প্রদেশে একটি গোলাবারুদ ভাণ্ডারও ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, "ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহারের পর সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তালিবান দেশটির জনগণের স্বার্থে কাজ করিবে-এমনটাই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তাহা হয়নি। তাঁহার অভিযোগ, পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখিতে সরাসরি ও মিত্র দেশগুলোর মাধ্যমে সব ধরনের চেষ্টা করিয়াছে। তবে এখন ধৈর্য্যের সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে।" ইসলামাবাদ দীর্ঘদিন ধরিয়া অভিযোগ করিয়া আসিতেছে, আফগানিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার করিয়া পাকিস্তানে হামলা চালাইতেছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো।বিশেষ করিয়া তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। তবে কাবুল এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া পাল্টা দাবি করিয়াছে, পাকিস্তানই আফগানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় দিতেছে এবং আফগান সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করিয়াছে।দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে 'অপারেশন গজব লিল-হক' শুরু হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন করিয়া অস্থিতিশীলতার আশঙ্কা তৈরি হইয়াছে। পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, এখন সে দিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।গত কয়েক দিনে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনা একটি "উন্মুক্ত যুদ্ধে" রূপ নিয়াছে। ২৬ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ দুই দেশের মধ্যে বড় ধরনের সামরিক সংঘাত শুরু

হইয়াছে।গত ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান আফগানিস্তানের খোস্ত ও কুনার প্রদেশে বিমান হামলা চালায়। পাকিস্তানের দাবি ছিল, তাহারা তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান -এর ঘাঁটিতে হামলা করিয়াছে। এর প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে আফগান তালেবান বাহিনী সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানের একাধিক সেনা চৌকিতে বড় ধরনের হামলা শুরু করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোরে পাকিস্তান বিমানবাহিনী আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল, কান্দাহার এবং জালালাবাদে বিমান হামলা চালাইয়াছে। তাহারা দাবি করিয়াছে, তালেবানের "৩১৩ বদরি ব্রিগেড"-এর সদর দপ্তরসহ ২২টি সামরিক লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হইয়াছে।আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করিয়াছে, তাহারা ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাল্টা হামলা চালাইয়াছে এবং সীমান্তের অন্তত ১৯টি পাকিস্তানি চেকপোস্ট দখল করিয়া নিয়াছে।পাকিস্তানের দাবি অনুযায়ী, তাহাদের হামলায় প্রায় ২৭৪ জন তালেবান যোদ্ধা নিহত

হইয়াছে। অন্যদিকে, আফগানিস্তান দাবি করিয়াছে তাহাদের হামলায় ৫৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত

হইয়াছে।।২,৬৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্তরেখাকে আফগানিস্তান কখনোই আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসাবে মানিয়া নেয়নি।পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তান তাহাদের মাটিতে নিষিদ্ধ সংগঠন টিটিপি-কে আশ্রয় দিতেছে, যাহারা পাকিস্তানে নিয়মিত হামলা চালাইতেছে। তালেবান এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আসিতেছে।পাকিস্তান সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে চাইলেও তালেবান তাহাতে বাধা দিতেছে।চীন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া উভয় পক্ষকে শান্ত থাকিবার আহ্বান জানাইয়ায়ে এবং মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়াছে।বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাইয়াছে।বর্তমানে দুই দেশের সীমান্তেই ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও ট্যাঙ্ক মোতায়েন করা হইয়াছে। আফগানিস্তান অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের একটি বার্তাও দিয়াছে, কিন্তু পরিস্থিতি এখনো বেশ উত্তপ্ত।

নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতি: ভারতের জিডিপি-র ভিত্তি পর্যালোচনা অনুধাবন

শ্রী সৌরভ গর্গ

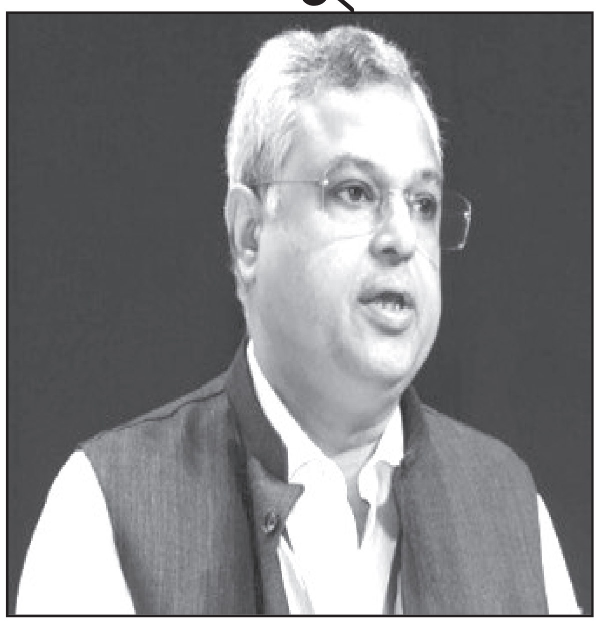

মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি, একটি দেশের অর্থনীতির আকার এবং স্বাস্থ্য পরিমাপের একটি উপায়, যা একটি দেশের জন্য একটি রিপোর্ট কার্ডের মতো, এটি আমাদের বলে যে দেশটি পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে কতটা উৎপাদন করছে। যখন জিডিপি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সাধারণত এর অর্থ হল ব্যবসাগুলি আরও পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করছে, আরও বেশি লোক চাকরি পাচ্ছে এবং আয় বাড়ছে। বিশ্ব মঞ্চেও জিডিপি গুরুত্বপূর্ণ। ভারত বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অর্থনীতি পরিমাপের একটি হাতিয়ার হিসেবে জিডিপির অর্থনীতির সঠিক স্পন্দন ধরার জন্য নিয়মিত ক্রমাঙ্কন প্রয়োজন এবং পরিবর্তিত অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে নিয়মিত বিরতিতে জিডিপির ভিত্তি বছর আপডেট করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। অর্থনীতি যখন নিজেকে পুনর্গঠিত করে, নতুন শিল্পের আবির্ভাব হয়, ভোগের ধরণ পরিবর্তিত হয় এবং নতুন তথ্য উৎস বিকশিত হয়, তখন সংশোধনগুলি সরকারী তথ্যকে বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং অনুমানগুলিকে আরও নির্ভুল এবং শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। শেষ ভিত্তি সংশোধনের পর থেকে নতুন তথ্য উৎসের উপলব্ধতা আমাদের জিডিপিতে খাতভিত্তিক এবং আঞ্চলিক অবদানকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে এবং আরও ভাল পদ্ধতি গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে, উদাহরণস্বরূপ, অসংগঠিত খাত দ্বারা সংযোজিত মূল্য অনুমান করার জন্য, যা অনানুষ্ঠানিক খাতকেও বিস্তৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

শেষ ভিত্তি সংশোধনের পর থেকে মধ্যবর্তী সময়ে, কোম্পানিগুলির জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সম্পর্কিত তথ্য (এমজিটি-৭/৭ এ) এর মতো কিছু নতুন তথ্য সেট উপলব্ধ হয়েছে যা এন্টারপ্রাইজ দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সংখ্যা, এনআইসি অনুসারে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের বিবরণ এবং প্রতি বছরের জন্য প্রতিটি ব্যবসায়িক কার্যকলাপ (শিল্প) থেকে শতকরা টার্নওভার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। সুতরাং, বহুমুখী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন এখন নতুন উপলব্ধ এমজিটি ৭ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কার্যক্রমে বরাদ্দ করা হচ্ছে, যেমনটি আগে করা হয়েছিল। এই পরিবর্তন আমাদেরকে খাতভিত্তিক অবদান আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করার সুযোগ করে দেয়, প্রতিটি ব্যবসায়িক কার্যকলাপ অর্থনীতিকে কীভাবে চালিত করে তার একটি স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে।

যেমন নতুন কোম্পানি-স্তরের তথ্য আমাদের খাতভিত্তিক অবদান আরও সঠিকভাবে পরিমাপ করতে সাহায্য করে, তেমনই নতুন সিরিজে জিএসটি তথ্যের বর্ধিত ব্যবহার অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে জিডিপি-তে আঞ্চলিক অবদানের একটি সূক্ষ্ম, আরও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, বেসরকারি কর্পোরেট খাতের সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক বরাদ্দ উন্নত করে এবং রাজ্য পর্যায়ে ব্যয়-পার্শ অনুমানের আরও ভাল সংকলনের মাধ্যমে।

এএসইউই এবং পিএলএফএস-এর মতো জরিপ থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক তথ্যের প্রাপ্যতা যা আগে পাওয়া যায়নি, তা আমাদেরকে বার্ষিকভাবে অসংগঠিত খাতের মূল্য সংযোজন অনুমান করার জন্য একটি ভাল পদ্ধতি গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছে, অন্যান্য সূচক থেকে পরোক্ষভাবে জিডিপি-তে এর অবদান অনুমান করার পরিবর্তে, যেমনটি আগে করা হয়েছিল। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লক্ষ লক্ষ গৃহস্থালী ব্যবসা, ছোট দোকান এবং স্ব-নিযুক্ত কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত এই খাতটি অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ গঠন করে এবং চাকরি এবং জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেস রিভিশনটি কেবল নতুন তথ্য উৎসের ব্যবহার নয়, এটি পদ্ধতিগত উন্নতির বিষয়েও, এবং এই ক্ষেত্রে, নতুন জিডিপি সিরিজে বেশ কয়েকটি পদ্ধতিগত উন্নতি দেখা গেছে।

পূর্বে, ডাবল ডিফ্লেশন, মূল্য পরিবর্তনের জন্য জিডিপি সামঞ্জস্য করার একটি বিস্তারিত পদ্ধতি, শুধুমাত্র কৃষি খাতে প্রয়োগ করা হত। নতুন ২০২২-২৩ সিরিজে, ডাবল ডিফ্লেশনটি উৎপাদন খাতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে যেখানে এখন পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে একক এক্সট্রাপোলেশন/ভলিউম এক্সট্রাপোলেশন ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিটি হাতের কাছে থাকা তথ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার করে, অনুমানগুলিকে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য রাখে। ডাবল ডিফ্লেশন খুবই ডেটা-নিবিড়, কারণ এর জন্য আউটপুট এবং ইনপুট উভয়ের জন্য দাম সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রয়োজন। সময়ের সাথে সাথে এই তথ্যের আরও বেশি উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে, আমরা আরও বেশি খাতে এর ব্যবহার প্রসারিত করতে সক্ষম হব।

একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত উন্নতি হল কী উৎপাদিত হয় (উৎপাদন দিক) এবং মানুষ এবং ব্যবসা কী ব্যয় করে (ব্যয়ের দিক) তার উপর ভিত্তি করে অর্থনীতির অনুমানের সারিবদ্ধকরণ। দুটি প্রায়শই পুরোপুরি মেলে না, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ত্রৈমাসিক জিডিপিতে একটি সাধারণ ঘটনা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, নতুন সিরিজে, "সরবরাহ ও ব্যবহার সারণী" কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে প্রাথমিক অনুমানে অসঙ্গতি সীমিত থাকে এবং চূড়ান্ত অনুমানের সময় সম্পূর্ণ তথ্য উপলব্ধ হলে অবশেষে তা দূর করা যায়। আপডেট করা জিডিপি অর্থনীতিকে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মতো। ছোট বা বড় প্রতিটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্পষ্টভাবে ফোকাসে আসে, জাতির প্রবৃদ্ধিতে তার অবদান সঠিকভাবে প্রকাশ করে। উন্নত তথ্য ব্যবহার করে, পরিমার্জন পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মন্ত্রণালয় অর্থনীতিকে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিয়ে এসেছে। নাগরিকদের জন্য, এর অর্থ হল নীতি এবং জনসেবা অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে তার সঠিক ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়, যা বৃদ্ধিকে এমন কিছু করে তোলে যা কেবল কাগজে নয়, দৈনন্দিন জীবনে অনুভূত হয়।

(লেখক পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের সচিব। মতামত ব্যক্তিগত)

ভারতের বাণিজ্য চুক্তিসমূহ: আন্তর্জাতিক সংযুক্তি ও অগ্রগতির চালিকাশক্তি

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মূল বিষয়সমূহ- * UNCTAD Trade and Development Report ২০২৫ অনুযায়ী, গ্লোবাল সাউথ অর্থনীতিগুলির মধ্যে বাণিজ্য অংশীদারিত্বে বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান তৃতীয়। * জানুয়ারি ২০২৬-এ "Mother of All Deals" নামে পরিচিত ভারত—ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (TA) সম্পন্ন হয়েছে। * ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষে যুক্তরাজ্য, ওমান ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

* ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ইজরায়েলের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম দফা সম্পন্ন হয়েছে এবং GCC-র সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে।
* আসিয়ান, মেক্সিকো ও কানাডার সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনাও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ভূমিকা– ভারত ক্রমশ শক্তিশালী পণ্য রপ্তানি, স্থিতিশীল পরিষেবা এবং বহুমুখী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে, রপ্তানি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতা বাড়ছে।

২০২৬ সালে ভারতের বাণিজ্য অংশীদারিত্বের নতুন পর্যায়

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতের বাণিজ্য কৌশলের প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এগুলি পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

ভারত—ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

জানুয়ারি ২০২৬-এ সম্পন্ন এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে ব্যাপক প্রবেশাধিকার মিলেছে। অধিকাংশ রপ্তানি পণ্যে শুল্ক বিলোপের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে শুল্ক কমানো হয়েছে। টেক্সটাইল, চামড়া, সামুদ্রিক পণ্য, রাসায়নিক, খেলনা এবং গহনা শিল্প বিশেষভাবে লাভবান হবে। এছাড়া ১৪৪টি পরিষেবা ক্ষেত্র উন্মুক্ত হওয়ায় আইটি ও অন্যান্য পেশাদারিত্বমূলক পরিষেবা রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির সুরক্ষা-- বাণিজ্য উদারীকরণের পাশাপাশি, কৃষি, দুগ্ধ, মাংস, পোল্ট্রি ও শস্যের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, যাতে খাদ্য নিরাপত্তা ও দেশীয় উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারিত্ব ভারত—ওমান CEPA ডিসেম্বর ২০২৫-এ স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে অধিকাংশ ভারতীয় পণ্যের বিনা শুল্কে রপ্তানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি, পেশাজীবী আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ করার ব্যবস্থা করা রয়েছে।

ভারত—নিউজিল্যান্ড FTA এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতীয় রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শুল্ক বিলোপ, কৃষক ও MSME-দের সহায়তা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে, দক্ষ কর্মীদের চলাচল ও পরিষেবা সহযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে।

ভারত—যুক্তরাজ্য CETA

এই বাণিজ্য চুক্তি প্রায় সব ভারতীয় রপ্তানির প্রয়োজনে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এবং পেশাজীবী আদান-প্রদানে সুবিধা প্রদান করে। এই চুক্তির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ফলে, বিদেশে কর্মরত ভারতীয়দের ব্যয় কমবে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

ভারত—EFTA TEPA

অক্টোবর ২০২৫ থেকে কার্যকর এই চুক্তির আওতায় ১৫ বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে, যা ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চলেছে। এছাড়াও, এই চুক্তির ফলে পরিষেবা ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

ভারত—UAE CEPA ২০২২ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তির ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে এবং বৈদ্যুতিন ও স্মার্টফোন-সহ নতুন রপ্তানি ক্ষেত্রগুলি উন্মোচিত হয়েছে।

ভারত—অস্ট্রেলিয়া ECTA

শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন ও কৃষি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরবরাহ ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত হয়েছে।

ভারত—মরিশাস CECPA

আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের প্রথম বাণিজ্য চুক্তি হিসাবে এটি পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করেছে।

রপ্তানি বৃদ্ধিতে দেশীয় সহায়তা

সরকার ডিজিটাল সরঞ্জাম সংক্রান্ত উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থিক সহায়তা ও নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের সহায়তা করছে। বাজেটে কুরিয়ারের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে, শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং দ্রুত কার্গো ছাড়পত্র-সহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে চলেছে। নতুন বাণিজ্য আলোচনার সম্প্রসারণ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি, ইজরায়েল, আসিয়ান, মেক্সিকো, কানাডা ও GCC দেশগুলির সঙ্গে নতুন চুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালাচ্ছে। এর লক্ষ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা এবং উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

উপসংহার– মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হচ্ছে। বৃহৎ বাজারে প্রবেশাধিকার, বিনিয়োগ, সংস্কার এবং বহুমুখী অংশীদারিত্ব ভারতের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

দিল্লিতে বায়ুদূষণ 'খারাপ' স্তরে, উষ্ণ ফেব্রুয়ারি নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : জাতীয় রাজধানীতে বায়ুদূষণ নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত। শুক্রবারও দিল্লির বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) 'খারাপ' শ্রেণিতে রয়ে গেছে। এদিন সকালটা ছিল ঠান্ডা ও কুয়াশাচ্ছন্ন, আকাশ পরিষ্কার থাকলেও হালকা বাতাস বইছিল। সকালে তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তবে দিনের দিকে গরম বাড়তে শুরু করে।

সিপিসিবি- এর তথ্য অনুযায়ী, শহরের বিভিন্ন মনিটরিং স্টেশনে একিউআইয়ের মাত্রা ভিন্ন ছিল। আনন্দ বিহারে একিউআই ছিল ২৮০, নর্থ ক্যাম্পাসে ২৫৮, ওয়াজিরপুরে ২৩৮, জাহাঙ্গিরপুরিতে ২৩০, দ্বারকা সেক্টর-৮-এ ২২৮, মুন্ডকায় ২১৯, আর কে পুরমে ২১৮, বাওয়ানায় ২১৩, চাঁদনি চকে ২০৩, অশোক বিহারে ১৯২, নরেলায় ১৮৪ এবং সোনিয়া বিহারে ১৭৮। অধিকাংশ এলাকাই 'মাঝারি' থেকে 'খারাপ' শ্রেণিতে ছিল। তুলনামূলকভাবে ভালো একিউআই রেকর্ড হয়েছে ডিটিইউ (১৪৫), আইআইটি দিল্লি (১৪৭), মন্দির মার্গ (১৩৮) এবং পুসা (১৩৬) এলাকায়।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিশেষ করে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা বাসিন্দাদের সকালবেলায় বাইরে কম বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ ভোরের দিকে দূষণ ও কুয়াশার মাত্রা বেশি থাকে। এদিকে শীতল সকালের পরও ফেব্রুয়ারিতে অস্বাভাবিক উষ্ণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে দিল্লিতে। দুপুরের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, ফলে আবহাওয়া অনেকটা এপ্রিলের শুরুর মতো মনে হচ্ছে। রোদের তীব্রতা বাড়ায় দুপুরের সময় বাইরে থাকা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। যদিও সকাল ও সন্ধ্যায় এখনও হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সারাদিন হালকা বাতাস বইয়েছে, যা গরম থেকে সামান্য স্বস্তি দিয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন দিল্লি-এনসিআর এলাকায় মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে এবং তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করবে।

আইএমডি আরও জানিয়েছে, দুটি দুর্বল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি এবং আবার ২-৩ মার্চ পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত ঘটাতে পারে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীর এলাকায় মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এবং উচ্চ পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হতে পারে।

বেঙ্গল এসআইআর: চূড়ান্ত ভোটার তালিকার সফট কপি পাবে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা শনিবার প্রকাশের আগে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির হাতে তালিকার সফট কপি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

একই সঙ্গে ভোটাররা যাতে সহজে নিজেদের নামের অবস্থান যাচাই করতে পারেন, সে জন্য একাধিক অনলাইন ও অফলাইন বিকল্প রাখছে কমিশন। এবারের চূড়ান্ত তালিকায় প্রকৃত ভোটারদের পাশাপাশি আরও দুটি পৃথক শ্রেণি থাকবে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন এবং "ডিলিটেড"।

অনলাইনে নাম খোঁজার প্রথম উপায় হল ইসিআই-এর মূল ওয়েবসাইট eci.gov.in-এ গিয়ে ভোটারের নাম ও ইপিক নম্বর দিয়ে অনুসন্ধান করা। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওয়েবসাইট ceowestbengal. wb. gov. in-এ গিয়েও নাম যাচাই করা যাবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডিইও) ওয়েবসাইটেও তালিকা দেখা যাবে।

অনলাইন ছাড়াও অফলাইনে নাম যাচাইয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কপি বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) কাছে পাঠানো হবে। ভোটাররা তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিএলও-র সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য জানতে পারবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার ভোটকেন্দ্রেও চূড়ান্ত তালিকার হার্ড কপি টাঙিয়ে দেওয়া হবে, যাতে ভোটাররা সরাসরি গিয়ে নিজেদের নাম মিলিয়ে নিতে পারেন।

ইসিআই আগেই জানিয়েছিল, এবারের চূড়ান্ত তালিকায় তিনটি বিভাগ থাকবে। প্রথম বিভাগে থাকবেন স্বীকৃত প্রকৃত ভোটাররা। দ্বিতীয় বিভাগ "আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন"-এ থাকবেন সেই সব ভোটার, যাঁদের পরিচয় সংক্রান্ত নথি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত বিচারিক আধিকারিকদের মাধ্যমে এখনও যাচাই প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের নাম এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরবর্তীতে পরিপূরক তালিকা প্রকাশ করা হবে। বিচারিক যাচাই সম্পন্ন হয়ে অনুমোদন মিললে "আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন" বিভাগে থাকা ভোটারদের নাম সেই পরিপূরক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তৃতীয় বিভাগ "ডিলিটেড"-এ থাকবেন তাঁরা, যাঁদের নাম গত বছরের নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার পুরো সময়কালে বাদ পড়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম এই বিভাগেই চিহ্নিত থাকবে।

১৩ ছাত্র গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সম্পূর্ণ ধর্মঘটের ডাক জেএনইউএসইউ-র

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জেএনইউএসইউ) শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে সম্পূর্ণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্দেশ্যে মিছিল চলাকালীন তিনজন পদাধিকারী-সহ মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে অভিযোগ।

ছাত্র সংসদের দাবি, প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালে একাধিক ছাত্রকে 'নৃশংসভাবে' মারধর করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পাশাপাশি পুলিশি অভিযানের সময় বি আর আম্বেদকর-এর প্রতিকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলে তারা। গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের আদালতে তোলা হয়েছে এবং দিল্লি পুলিশ তাদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে জেএনইউএসইউ ১৩ জন ছাত্র ও পদাধিকারীর নিঃশর্ত ও অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানায়। একই সঙ্গে উপাচার্যের বিরুদ্ধে জাতিভিত্তিক মন্তব্যের অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগ দাবি করা হয়। ছাত্রদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়া এবং ঘটনার সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগও আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

ছাত্র সংসদ আরও দাবি করেছে, ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতি অবমাননার জন্য দায়ী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ছাত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত প্রোক্টোরিয়াল ব্যবস্থা ও এফআইআর প্রত্যাহার করতে হবে। "ফ্রিআওয়ার কমরেডস নাউ" এবং "লং লিভ স্টুডেন্ট ইউনিটি" স্লোগান তুলে আন্দোলন আরও জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে তারা।

আটক ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন আদিতি মিশ্র, নীতিশ কুমার, গোপিকা বাবু এবং দানিশ আলি। আদিতি মিশ্র জেএনইউএসইউ-র সভাপতি, নীতিশ কুমার প্রাক্তন সভাপতি, গোপিকা বাবু সম্পাদক এবং দানিশ আলি সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার জেএনইউ ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্দেশ্যে 'লং মার্চ' করার চেষ্টা ঘিরেই সংঘাতের সূত্রপাত। পুলিশের দাবি, ক্যাম্পাসের বাইরে মিছিল করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগেই জানিয়েছিল, ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভের অনুমোদন দেওয়া হয়নি এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

তা সত্ত্বেও প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ছাত্র জড়ো হয়ে মিছিল শুরু করেন বলে পুলিশ জানায়। বিকেল প্রায় ৩টা ২০ মিনিট নাগাদ বিক্ষোভকারীরা মূল ফটক পেরিয়ে শিক্ষা মন্ত্রকের দিকে অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এরপরই উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা লাঠি ও জুতো ছুড়ে আক্রমণ করেন এবং কয়েকজন পুলিশকর্মীকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার এসটিজিটি ফলাফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষা ভবন ঘেরাও বেকার যুবক যুবতীদের। ছবি নিজস্ব।

তালিবান ইস্যুতে উত্তেজনা বাড়তেই ভারত প্রসঙ্গ টানছে পাকিস্তান: অভ্যন্তরীণ চাপ থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা?

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের সঙ্গে উত্তেজনা চরমে উঠতেই পাকিস্তান নতুন করে ভারত প্রসঙ্গ সামনে আনছে বলে কূটনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। কাতারের মধ্যস্থতায় হওয়া ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে।

আফগানিস্তান জানায়, সীমান্তে হামলার জবাবে তারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানি বাহিনী কাবুল ও কান্দাহারে বিমান হামলা চালায়। এর আগে রবিবারের অভিযানে ৭০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে পাকিস্তান দাবি করলেও তা খারিজ করে দেয় আফগানিস্তান। কাবুলের অভিযোগ, ওই হামলায় বহু সাধারণ নাগরিক, নারী ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছিল। পাকিস্তান অভিযোগ তোলে, আফগান তালিবান তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-কে আশ্রয় দিচ্ছে। ২০২৫ সালের অক্টোবরের রক্তক্ষয়ী সীমান্ত সংঘর্ষের পর কাতার মধ্যস্থতা করে যুদ্ধবিরতি আনে।

মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তালিবান ক্ষমতায় ফিরলে প্রথম দিকেই পাকিস্তান তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। ইসলামাবাদ আশা করেছিল, আগের মতোই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকবে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল হিসাব কষেছিল পাকিস্তান। কাবুল তাদের পররাষ্ট্রনীতি বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপ ভালোভাবে নেয় না।

পরিস্থিতি জটিল হওয়ার পর সরাসরি সমস্যার সমাধান না করে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে। ইসলামাবাদের দাবি, ভারত নাকি তালিবানকে মদত দিচ্ছে। নয়াদিল্লি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, অভ্যন্তরীণ সংকট ঢাকতে পাকিস্তানের অন্যকে দোষারোপ করার পুরনো অভ্যাস রয়েছে।

ডুরান্ড লাইনে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আত্মঘাতী হামলা, বিমান আক্রমণ ও স্থলযুদ্ধ বেড়েছে। পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, টিটিপি আফগান মাটি ব্যবহার করছে এবং ভারত ওই গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে। তবে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান-কে ঘিরে এই অভিযোগ তালিবান ও ভারত উভয়েই ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নয়াদিল্লি ও কাবুলের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে পাকিস্তানের অস্বস্তি বাড়ছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর ভারত দ্রুত ত্রাণ পাঠায়। ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত আফগানিস্তানের বালখ ও সামাঙ্গান প্রদেশে ১৫ টন খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসা সহায়তা পাঠানো হয়। গত বছর আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সফর করেন এবং কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, কাবুলের প্রধান অভিভাবক হিসেবে নিজেদের অবস্থান হারাতে বসায় পাকিস্তান ক্ষুব্ধ। ভারত-আফগান ঘনিষ্ঠতা ইসলামাবাদের কাছে স্পষ্ট অস্বস্তির কারণ। তাই আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ভারতকে টেনে আনা অপ্রত্যাশিত নয়।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে। টিটিপি সমস্যা, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান-এর ইস্যুতে শাসক গোষ্ঠীকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তান ইস্যু এক ধরনের নজর ঘোরানোর কৌশল হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তাঁদের মতে, জনসমর্থন ফেরাতে শক্ত যুক্তি দরকার। সেই কারণেই ভারতকে দায়ী করে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে ইসলামাবাদ।

সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুরু বিজয়ন-সহ শীর্ষ নেতাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি/তিরুবনন্তপুরম, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সিপিআই(এম)-এর পলিটব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শুক্রবার নয়াদিল্লিতে শুরু হয়েছে। এই বৈঠকে দুইবারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী থমাস আইজ্যাক, বর্তমান বিধায়ক কে.কে. শৈলজা, ৮০ বছর বয়সি মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং পলিটব্যুরো সদস্য এ. বিজয়ারাঘবন-সহ একাধিক বর্ষীয়ান নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্টতা আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রার্থী নির্বাচন এবার বৈঠকের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রবীণ নেতাদের নির্বাচনে লড়ানো হবে কি না এবং হলে কোন আসন থেকে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের প্রার্থিতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পলিটব্যুরোর আলোচনার পরই নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। বয়স ও মেয়াদ সংক্রান্ত দলীয় নীতিকে ঘিরে জল্পনাও চলছে।

কন্নুরে সম্ভাব্য প্রার্থীতালিকা প্রকাশের আগেই অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছে। জানা গেছে, ম্যাটান্নুর আসন থেকে আবার টিকিট না-ও পেতে পারেন শৈলজা। এ নিয়ে তিনি অসন্তুষ্ট এবং ওই আসন না পেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-ও করতে পারেন বলে রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

থমাস আইজ্যাক, যিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও, সূত্র অনুযায়ী আবার নির্বাচনে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী না করায় তা চমক সৃষ্টি করেছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কিছুটা দুর্বল হলেও, শেষবারের মতো সুযোগ চাইছেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি।

থালিপারাম্বা কেন্দ্র নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছে। রাজ্য সম্পাদক এম.ভি. গোবিন্দন সাংবাদিক থেকে রাজনীতিতে আসা এম.ভি. নিকেশ কুমারকে প্রার্থী করতে আগ্রহী বলে খবর। যদিও জেলা পর্যায়ে আরও কয়েকটি নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কন্নুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন নিকেশ কুমার।

ডিসেম্বরের স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলীয় অন্দরে চাপ বেড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই পলিটব্যুরো বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইয়ে নামার আগে দল কীভাবে ধারাবাহিকতা, আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার মধ্যে ভারসাম্য রাখবে, সেই বার্তাও এই বৈঠক থেকে স্পষ্ট হতে পারে। শেষ পর্যন্ত রাজ্য নেতৃত্ব, বিশেষত পিনারাই বিজয়ন ও এম.ভি. গোবিন্দনের মতই প্রাধান্য পাবে, নাকি জাতীয় নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করবে, সেটাই এখন দেখার।

আফগানিস্তানের পাল্টা বিমান হামলা পাকিস্তানের ভারী ক্ষতির দাবি

কাবুল, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : সীমান্ত উত্তেজনার মধ্যেই পাকিস্তানের একাধিক সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পাল্টা বিমান হামলার দাবি করল আফগানিস্তান। শুক্রবার তালিবান সরকারের ডেপুটি মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত জানান, আফগান বিমান বাহিনী ইসলামাবাদ, নওশেরা, জামরুদ ও অ্যাবোটাবাদে পাকিস্তানি সামরিক স্থাপনায় আঘাত হেনেছে।

ফিতরাত বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়া প্রদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিমান হামলার জবাব হিসেবেই এই আক্রমণ চালানো হয়েছে।

আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত বরাবর পাল্টা অভিযানে অন্তত ৫৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। পাশাপাশি দুটি সামরিক ঘাঁটি এবং ১৯টি চৌকি দখলের দাবি করা হয়েছে। চার ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে বহু হালকা ও ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং একটি বড় সামরিক পরিবহণ যান দখলের কথাও জানানো হয়েছে।

মন্ত্রকের দাবি, ডুরান্ড লাইনের ওপারে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একাধিক পাকিস্তানি সামরিক পোস্ট লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। এই সংঘর্ষে আটজন আফগান সেনা নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, আফগানিস্তানের নানগরহার প্রদেশে একটি শরণার্থী শিবিরে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নারী ও শিশুসহ ১৩ জন আফগান নাগরিক আহত হয়েছেন বলে কাবুলের দাবি।

এদিকে, পাকিস্তানের শীর্ষ দৈনিক ডন জানিয়েছে, আফগান বাহিনীর "উসকানিমূলক গুলিবর্ষণ"-এর জবাবে বৃহস্পতিবার পাকিস্তান 'অপারেশন গজব লিল-হক' শুরু করে। সেই অভিযানে পাকিস্তান বিমান বাহিনী কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়ায় সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি দাবি-দাওয়ার ফলে সীমান্ত পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তবে পাকিস্তানের তরফে আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতির দাবির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

সীমান্তবর্তী নদী ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সহযোগিতা জোরদারে ভারত—ভুটান ঐকমত্য

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সীমান্তবর্তী নদী ব্যবস্থাপনা ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ও ভুটান। থিম্পুতে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে শুক্রবার সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের অধীন জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন দফতরের সচিব ভি. এল. কান্তা রাওয়ের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদল ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ভুটান সফর করে। প্রতিনিধিদলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের আধিকারিকদের পাশাপাশি অসম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা এবং ওয়াপকস লিমিটেডের কর্মকর্তারা ছিলেন।

বৈঠকে দুই দেশ সীমান্তবর্তী নদীগুলিতে সহযোগিতা এবং ভারতের সহায়তায় ভুটানে নির্মীয়মাণ পুনাতসাংছু-১ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক কাঠামোও খতিয়ে দেখা হয়।

আলোচনায় ভুটানের সীমান্তবর্তী নদীগুলিতে বিদ্যমান হাইড্রো-মেটিওরোলজিক্যাল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ, তথ্য আদানপ্রদান প্রক্রিয়া উন্নত করা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত বিনিময় বাড়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন, হিমবাহ হ্রদের হঠাৎ প্লাবন (গ্লোফ) ও চরম আবহাওয়ার মতো উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বয় জোরদারের বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। বৈঠকের পর সচিব রাও ভুটানের জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী লিয়নপো জেম শেরিং-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি নির্মীয়মাণ পুনাতসাংছু-১ হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট এবং সাদ্যপ্রাইজ পুনাতসাংছু-২ হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন। অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

আরও থিম্পুর ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাইড্রোলজি অ্যান্ড মেটিওরোলজি, চামগায়ের ৩.৫ এমএলডি জল শোধনা এবং ওয়াংডু ফোদরং জং-এর নিকটবর্তী বন্যা কেন্দ্র কেন্দ্রও পরিদর্শন করা হয়। এই সফরের লক্ষ্য ছিল যৌথ নদী অববাহিকায় জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন্যা পূর্বাভাস এবং জলবায়ু সহনশীলতা বাড়ানো। দুই দেশই সীমান্তবর্তী জলসম্পদের টেকসই ও পারস্পরিক লাভজনক ব্যবস্থাপনায় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা আরও গভীর করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

রাজৌরিতে স্কুল প্রাঙ্গণে 'অসদাচরণ', সরকারি শিক্ষক সাসপেন্ড

জম্মু, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় এক সরকারি স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার তাঁকে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

রাজৌরির চিফ এডুকেশন অফিসার (সিইও) জানিয়েছেন, মউঘলা জোনের লাঞ্জহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রেড-৩ শিক্ষককে শৃঙ্খলাভঙ্গ, দায়িত্বে গাফিলতি ও অসদাচরণের অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জোনাল এডুকেশন অফিসার (জেডিইও), মউঘলার পরিদর্শনের সময় ওই শিক্ষককে কর্মঘণ্টায় স্কুল প্রাঙ্গণে মদ্যপ অবস্থায় দেখা যায় বলে অভিযোগ। এর ফলে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়।

এর আগেও দায়িত্বে অনুপস্থিতি ও স্কুল চলাকালীন মদ্যপানের অভিযোগে তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছিল। তবে আচরণে সন্তোষজনক পরিবর্তন দেখা যায়নি বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। পাশাপাশি সহকর্মী, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগে অসদাচরণ, সহকর্মীদের হয়রানি, পাঠদানে গাফিলতি এবং সরকারি কর্মচারীর মর্যাদাবিরোধী আচরণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

অভিযোগগুলিকে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা, রাজৌরি জম্মু ও কাশ্মীর সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি, ১৯৭১ লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেন। সেই ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর সিভিল সার্ভিসেস (ক্লাসিফিকেশন, কন্টোল অ্যান্ড আপিল) রুলস, ১৯৫৬ অনুযায়ী বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাসপেনশন চলাকালীন শিক্ষককে খাওয়াসের জোনাল এডুকেশন অফিসারের কার্যালয়ে সংযুক্ত রাখা হবে এবং নিয়ম অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

উল্লেখ্য, অতীতেও জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে।

বার্ড ফ্লু আতঙ্কে পাটনায় ৬ হাজার মুরগি নিধন

পাটনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বার্ড ফ্লু সংক্রমণ ধরা পড়ায় পাটনায় প্রায় ৬ হাজার মুরগি নিধন করা হয়েছে। পশুপালন দফতরের পরীক্ষায় পোলট্রির পাখিগুলির দেহে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানবন্দর সংলগ্ন চিতকোহরা এলাকার কৌশল নগরে অবস্থিত বিহার প্রাণী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পোলট্রি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে সংক্রমিত পাখিগুলি পাওয়া যায়। পরীক্ষাগারে রিপোর্টে সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়ার পর দুগ্ধ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দফতর অবিলম্বে কেন্দ্রটির সমস্ত মুরগি নিধন ও মাটিচাপা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এরপর পুরো এলাকায় স্যানিটাইজেশন চালানো হয়েছে এবং বাসিন্দাদের কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাটনার জেলা শাসকের নির্দেশে পৌরসীমার মধ্যে মুরগি ও মোরগের আনা-নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সংক্রমিত খামারকে কেন্দ্র করে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে 'সংক্রমণ অঞ্চল' এবং নয় কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে 'নজরদারি অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই এলাকায় ডিম, পোলট্রি পাখি ও খাদ্যসামগ্রী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যথাযথ স্যানিটাইজেশন শংসাপত্র না থাকলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

বিমানবন্দর সংলগ্ন চিতকোহরা সেতুর আশপাশে ঘন জনবসতি থাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। কৌশল নগরে একটি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং শাস্ত্রী নগর ও বাইপাস থানার পুলিশকর্মীরা ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রয়েছেন। মাস্ক ছাড়া পোলট্রি ফার্ম এলাকায় প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সঞ্জয় গান্ধী জয়ভিক উদ্যান কর্তৃপক্ষও বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে। দর্শনার্থীদের ময়ূর ও অন্যান্য পাখি ন্যূনতম আট ফুট দূরত্ব থেকে দেখার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। পাখির খাঁচার আশপাশে কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে, প্রবেশদ্বারে রাসায়নিক জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কর্মীদের মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত চত্বরে বার্ড ফ্লুর কোনও ঘটনা ধরা পড়েনি।

সংক্রমণ রোধে আক্রান্ত ও সংলগ্ন এলাকায় দুই মাসের জন্য পোলট্রি চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সংক্রমণ অঞ্চলের আশপাশে মানুষের চলাচলেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ওড়িশা সফরে আসছেন অমিত শাহ

ভুবনেশ্বর, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ৫ মার্চ থেকে দু'দিনের সফরে ওড়িশায় আসছেন। শুক্রবার প্রকাশিত এক সরকারি বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মন্ত্রীস্তরের এই সফরকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব অনু গর্গের সভাপতিত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সফরসূচি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য লজিস্টিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ৫ মার্চ সন্ধ্যায় নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে ভুবনেশ্বরে পৌঁছোবেন তিনি।

৬ মার্চ কাটক জেলার মুন্ডলিতে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন অমিত শাহ। পরে তিনি খুরদা জেলার যতনিতে গিয়ে ভুবনেশ্বর ক্যাম্পাসে জাতীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার-এর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। পাশাপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটির ট্রানজিট ক্যাম্পাসের উদ্বোধনও করবেন।

এছাড়া বিকেলে ভুবনেশ্বরের আইডিসিও এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে 'নবীন ন্যায় সংহিতা' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। সমবায় দফতরসহ বিভিন্ন রাজ্য দফতরের একাধিক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন তিনি।

সিআইএসএফ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি উপলক্ষে গোদিসাহি থেকে মুন্ডলি পর্যন্ত রাস্তা কালো টপিং, রাস্তার আলো স্থাপন, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যায়নের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে।

প্রস্তুতি বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরসূচি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ট্রাফিক ও রুট পরিকল্পনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। মুখ্যসচিব সকল দফতরকে সমন্বয় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন, যাতে সফর নির্বিঘ্ন ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (স্বরাষ্ট্র, শিল্প ও তথ্য-জনসংযোগ) হেমন্ত শর্মা বৈঠকে রাজ্য সরকারের গৃহীত প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন।

এলাহাবাদ হাই কোর্ট-এর নির্দেশ, আপাতত গ্রেফতার নয় স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ

প্রয়াগরাজ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ। শুক্রবার এলাহাবাদ হাই কোর্ট উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না।

আদালত মামলার পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রকম জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্যও অন্তর্বর্তী সুরক্ষা মঞ্জুর করেছে। গত সপ্তাহে বিশেষ পকসো বিচারক বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের ঝুঁসি থানাকে অশুতোষ ব্রহ্মচারীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন।

শনিবার স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ অভিযোগকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, যিনি অভিযোগ তুলেছেন, তাঁর নিজেরই অপরাধমূলক অতীত রয়েছে। তিনি বলেন, শিশু যৌন নির্যাতনের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ শেষ পর্যন্ত "মিথ্যা বিষয়" প্রকাশ্যে আনবে এবং তিনি বিচার প্রক্রিয়ার উপর পূর্ণ আস্থা রাখেন।

স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দের অভিযোগ, যিনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, তিনি নিজেই হিস্ট্রি-শিটার। তাঁর রেকর্ডই তা প্রমাণ করে। তিনি আরও দাবি করেন, ওই ব্যক্তির মূল কাজই হল মানুষকে ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলা দায়ের করা।

গত সপ্তাহে প্রয়াগরাজ পুলিশ কমিশনার যোগেন্দ্র কুমারের জমা দেওয়া প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পর বিশেষ পকসো আদালত আরও তদন্তের নির্দেশ দেয়। মামলাটি শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন, অর্থাৎ যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন (পকসো আইন), ২০১২-এর আওতায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ সংক্রান্ত। বুধবার প্রয়াগরাজে এক সাংবাদিক বৈঠকে অশুতোষ ব্রহ্মচারী স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনেন। তিনি একটি আশ্রমে অনিয়ম ও নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন এবং কয়েকজনের নামও প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মচারী বলেন, যাঁরা মা গঙ্গাকে নোংরা বলেন, তাঁরা গঙ্গায় স্নান করতে পারেন না। তাঁর অভিযোগ, বন্যাপীড়িত এলাকা থেকে অল্পবয়সি বাটুকদের এনে আশ্রমে নির্যাতন করা হত।

এছাড়া তিনি দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ওই সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে 'শঙ্করাচার্য' উপাধি ব্যবহার করা যায় না এবং তা করলে আদালত অবমাননার বিষয় হতে পারে।

ব্রহ্মচারী যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ, তাঁর সহযোগী ও শিষ্য মুকুন্দানন্দ ব্রহ্মচারী, গুরু-ভাইয়ের শিষ্য অরবিন্দ এবং প্রকাশ উপাধ্যায়।

বিপ্লবী নেতা চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলো এআইডিএসও এবং এমএসএস'র। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

মাধ্যমিক পাশদের থেকে ৩৯৭৯ এপ্রেন্টিস ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বহিঃরাজ্যে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড অর্থাৎ কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির উদ্দেশ্যে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ৩৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষ করে যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডে এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ৩৯৭৯ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোটকথা, যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৩-০৩-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এম.এস.ডি.ই-৫/০১/২০২২-এপ, ৫৯তম ব্যাচ, তারিখ ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬। ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — এক্স-আইটিআই ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ২৮৪৩টি, নন্-আইটিআই ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১১৩৬টি। মেজর ট্রেড হিসেবে রয়েছে ফিটার, মেশিনিস্ট, টার্ণার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রনিক্স মেকানিক, কার্পেন্টার, প্লাম্বার, টেইলর, মেকানিক, অপারেটর, স্টেনোগ্রাফার, পেইন্টার ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন রয়েছে। প্রশিক্ষণ কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৩ মার্চের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধতিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল ই-পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন করার কৌশল পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিএসএনএল-এ ১২০ এক্সিকিউটিভ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিএসএনএল-এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের ২৯ মার্চে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এযাত্রায় ১২০ জন লোক নিয়োগ করা হবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের থেকে। বি.ই., বি.টেক., এম.বি.এ., এম.টেক. পাশদের জন্য বিএসএনএল-এ চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি হবে। পদের নাম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (টেলিকম এন্ড ফিনান্স)। চাকরি হবে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের বিভিন্ন সার্কেল বা রাজ্যে। তবে এই চাকরি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী সকল প্রার্থীদের জন্য। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - বিএসএনএল কো-১১/ ১২(১১)/ ১/২০২৫- রিক্রুট-কো-পার্ট(ওয়ান) তারিখ - ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিকনং (১) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিআর)- টেলিকম স্ট্রীম ঃ শূন্যপদ ৯৫টি। এর মধ্যে ৪০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১৪টি, এসটি'র জন্য ৭টি এবং ওবিসি'র জন্য ২৫টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত। মোট শূন্যপদ ৯৫-এর মধ্যে আবার ৪টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রমিকনং (২) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিআর)- ফিনান্স স্ট্রীম ঃ শূন্যপদ ২৫টি। এর মধ্যে ১১টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ২টি এবং ওবিসি'র জন্য ৬টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। মোট শূন্যপদ ২৫-এর মধ্যে আবার ১টি পদ শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.ই. (ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং)/ বি.টেক. (ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি) অথবা টেলিকমিউনিকেশনস্, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার/ আই.টি. এন্ডইলেকট্রিক্যাল নিয়ে সমতুল্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। তবে প্রথম ডিভিশনে পাশ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। এস.সি./ এস.টি. প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ নম্বর কম পেলেও আবেদনের যোগ্য। ফিনান্স পদের ক্ষেত্রে সিএ বা সিএমএ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়স ঃ ০৭-০৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বয়সের উর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে এসসি/এসটিপ্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর এবং শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। মূল মাইনে - আইডিএ পে স্কেল (ই-৩) অনুযায়ী ২৪,৯০০ - ৫০,৫০০ টাকার ভিত্তিতে। এছাড়া, অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে।

অনলাইনে অর্থাৎ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৯ মার্চ। প্রশ্নপত্র করা হবে অবজেক্টিভ টাইপের (মাল্টিপল চয়েজপ্রশ্ন)। তিনটি বিভাগে ১৫০ করে মোট ৪৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় থাকবে তিন ঘন্টা। দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য কাছাকছি পরীক্ষা কেন্দ্র হবে শিলং। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে আগে থেকে তা ফর্ম ফিলাপের সময় জানাতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে বিএসএনএল-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৭ মার্চ। তার আগে নিজের একটি স্থায়ী বৈধ ইমেল আইডি ছাড়াও তৈরী রাখতে হবে নিজের পাসপোর্টমাপের রঙিন ফটোর ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা ইমেজ। কিভাবে করবেন তাও বিশদ নির্দেশ সহ বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের সাইটে। দরখাস্তে সেই স্বাক্ষর ও ছবি আপলোড করতে হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি অনলাইনে অর্থাৎ মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মেটানো হয়ে গেলে অবশ্যই ই-রিসিপ্টের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, সেটি পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে জিএসটি পেমেন্ট রিসিপ্ট ও প্রিন্ট করিয়ে নেবেন, পরে কাজে লাগবে। সমস্ত রসিদই পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে, ফলে এসবেরই একটা করে বাড়তি জেরক্স নিজের কাছে রেখে দেওয়া ভালো। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার কোনও পদ্ধতি নেই।

অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ডদিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বারপর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-ডি (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ২২,১৯৫টি,
যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পিওন, এমটিএস, এলডিসি, ড্রাইভার, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৯৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৬০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সোলজার জিডি, ক্লার্ক, টেকনেশিয়ান, ট্রেডসম্যান (ইন্ডিয়ান আর্মি)**
শূন্যপদ ঃ ৫০০ (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৭ বছর ৮ মাস থেকে ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের পর সারা দেশ জুড়ে নির্দিষ্ট সময়ে ওপেন র‍্যালী, তবে এবিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আই.ই.এস, আই.এস.এস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ
শূন্যপদ ঃ ৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ এমএ/ এমএসসি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (এয়ার ফোর্স)**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৭-২৩ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (বিএসএনএল)**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ২৯ মার্চে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, অফিসার (বহিঃরাজ্যে, ব্যাঙ্কে),**
শূন্যপদ ঃ ২০৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার, কানুনগো/ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, সার্ভেয়ার, তহশিলদার, আমিন (ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৩টি,
যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি হতে হবে,
বয়স ঃ সদ্য রিটায়ার্ডরা অগ্রাধিকার পাবেন,
দরখাস্ত পৌঁছানুর শেষ তারিখ ৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, ১০ মার্চ।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ৬৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, অধিক নাম্বারে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১১ এপ্রিলে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে অর্ধশতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, অপারেটর (আধার পরিষেবা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা ১৯ জুলাই, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৬৫০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। আরবিআই বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৬৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, এসসি/ এসটিদের ক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, জেনারেল/ ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে অগ্রাধিকার রয়েছে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (ওবিসি-৩১, এসসি/এসটি-৩৩, শা.প্র.-৩৮, ডিভোর্সী-৩৮ বছর), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ-৮ মার্চ, অনলাইনে পরীক্ষা, ১১ এপ্রিল থেকে শুরু, কেন্দ্র - আগরতলা। বিস্তারিত খবর হলো — আর বি আই বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের বিশেষ উদ্যোগ চলছে। এযাত্রায় ৬৫০ জন লোক নিয়োগ করা হবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীদের থেকে। যে-কোনও বিষয়ে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য আর বি আই-এ চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। এসসি/ এসটি/ শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণ পাশ হলেই আবেদনের যোগ্য। অনলাইনে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে চাকরি হবে। পদের নাম অ্যাসিস্ট্যান্ট। চাকরি হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অধীনে। তবে এই চাকরি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মী তরুণ-তরুণী সকল প্রার্থীদের জন্য।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায় পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। সারা দেশ জুড়ে এমন প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে কে কোথায় পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দিতে আগ্রহী, তা আগে থেকে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় উল্লেখ করে দিতে হবে। পরীক্ষার আগে আরবিআই-এর পক্ষ থেকে 'ফ্রি কোচিং'-এরও ব্যবস্থা করা হবে। তবে এর আগে নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী দরখাস্ত তৈরি করে যথাসময়ে পাঠাতে হবে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখও স্থির করা হয়েছে। ১১ এপ্রিল পরীক্ষা নেওয়া হবে। যথাসময়ে কল লেটারের মাধ্যমে তা জানানো হবে। কললেটারের মধ্যে দিনক্ষণ, স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৮ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ, অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৮ মার্চ। তার আগে নিজের একটি স্থায়ী বৈধ ইমেল আইডি ছাড়াও তৈরী রাখতে হবে নিজের পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটোর ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা ইমেজ। কিভাবে করবেন তাও বিশদ নির্দেশ সহ বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্তে সেই স্বাক্ষর ও ছবি আপলোড করতে হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি অনলাইনে অর্থাৎ মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মেটানো হয়ে গেলে অবশ্যই ই-রিসিপ্টের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, সেটি পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে। সমস্ত রসিদই পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে, ফলে এসবেরই একটা করে বাড়তি জেরক্স নিজের কাছে রেখে দেওয়া ভালো। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার কোনও পদ্ধতি নেই।

অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। তুলনামূলক বিচারে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পাশাপাশি, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সুবিধা অধিক। এতে জক্কি-ঝামেলাও কম, কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে ১০০ ভাগ নিশ্চিতও হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ফটো, সই ইত্যাদি আপলোড করে দরখাস্ত সাবমিট করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন। তাই সাবমিট করার পর দরখাস্তের একটা প্রিন্ট-আউটও নিয়ে রাখবেন। এই দরখাস্ত কোথাও পাঠাবেন না।

পদের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ৬৫০টি। এর মধ্যে ১১০টি তফশিলি জাতি, ৩৭টি পদ তফশিলি উপজাতি, ৯১টি পদ ওবিসিভুক্ত এবং ৫৮টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৪৬টি পদ জেনারেল প্রার্থীর জন্য। অর্থাৎ, এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া, ৭০টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৭৯টি পদ প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ০১-০২-২০২৬ তারিখের হিসেবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট। তবে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করা হলে অগ্রাধিকার পাবেন। এসসি/ এসটি বা শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স হতে হবে ০১-০২-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং ডিভোর্সী তরুণীরা ১০ বছর সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম ঃ ২৯,০০০ - ৭৮,৬৪০ টাকা, তবে প্রাথমিক পর্যায়ে মূল মাইনে প্রতি মাসে ৫৮,৫১৪ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল মন্ত্রকে **গ্রুপ-ডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২,১৯৫টি, যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও অধিগৃহীত সংস্থায় **পিওন, এমটিএস, এলডিসি, ড্রাইভার, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান আর্মিতে **সোলজার জিডি, ক্লার্ক, টেকনেশিয়ান, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০ (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৭ বছর ৮ মাস থেকে ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের পর সারা দেশ জুড়ে নির্দিষ্ট সময়ে ওপেন র‍্যালী, তবে এবিষয়ে বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **আই.ই.এস, আই.এস.এস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ এমএ/ এমএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **অগ্নিবীর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৭-২৩ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএনএল-এ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের ২৯ মার্চে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে, ব্যাঙ্কে **ক্লার্ক, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে ডি.এম এন্ড কালেক্টর অফিসে **অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার, কানুনগো/ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, সার্ভেয়ার, তহশিলদার, আমিন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩টি, যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি হতে হবে, বয়স ঃ সদ্য রিটায়ার্ডরা অগ্রাধিকার পাবেন, দরখাস্ত পৌঁছানুর শেষ তারিখ ৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, ১০ মার্চ।

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, অধিক নাম্বারে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১১ এপ্রিলে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে অর্ধশতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে আধার পরিষেবা কেন্দ্র সমূহে **সুপারভাইজর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা ১৯ জুলাই, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা পুলিশের মোটরসাইকেল র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি, মুম্বইয়ে এসে মন্তব্য মার্ক কার্নি-র

মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি বলে উল্লেখ করলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। শুক্রবার মুম্বইয়ে পৌঁছে তিনি জানান, কানাডার শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে তাঁর দেশ প্রস্তুত।এক্স-এ নিজের আগমনের ভিডিও শেয়ার করে কার্নি লেখেন, ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। আমরা মুম্বইয়ে পৌঁছেছি ব্যবসায়িক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং এমন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে, যা কানাডার শ্রমিক ও ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।স্ত্রী ডায়ানা ফক্স কার্নিকে সঙ্গে নিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত তাঁর প্রথম সরকারি ভারত সফরে এসেছেন কার্নি। মুম্বই বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মহারাষ্ট্র সরকারের প্রোটোকল ও বিপণন মন্ত্রী জয়কুমার রাওয়াল।মুম্বইয়ে তিনি বিভিন্ন ব্যবসায়িক বৈঠকে অংশ নেবেন এবং ভারতীয় ও কানাডিয়ান সিইও, শিল্প ও আর্থিক বিশেষজ্ঞ, উদ্ভাবক, শিক্ষাবিদ এবং ভারতে কার্যরত কানাডিয়ান পেনশন ফান্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স-এ লেখেন, ভারতে প্রথম সরকারি সফরে মুম্বইয়ে আগত কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে আন্তরিক স্বাগত। এই সফর ভারত-কানাডা সম্পর্ক আরও মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।তিনি আরও জানান, ভারত-কানাডা অংশীদারিত্ব যৌথ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শক্তিশালী জনগণের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।মুম্বইয়ের কর্মসূচি শেষে রবিবার সন্ধ্যায় কার্নি নয়াদিল্লি পৌঁছবেন। ২ মার্চ হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সঙ্গে তাঁর প্রতিনিধি-স্তরের বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, কানানাস্কিস (জুন ২০২৫) এবং জোহানেসবার্গ (নভেম্বর ২০২৫)-এ পূর্ববর্তী বৈঠকের পর ভারত-কানাডা কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন দুই নেতা। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, এই মূল ক্ষেত্রগুলিতে চলমান সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

এছাড়া, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়া-কানাডা সিইও ফোরামেও যোগ দেবেন দুই প্রধানমন্ত্রী।

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে দুই দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ফলে ভারত ছিল কানাডার সপ্তম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। গত নভেম্বরে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে জোহানেসবার্গে কার্নির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বৈঠকের পর মোদি এক্স-এ জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে দুই দেশ এবং কানাডিয়ান পেনশন ফান্ডগুলিও ভারতীয় সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

ধুলাবালি ও শব্দদূষণে অতিষ্ঠ ঝেরঝেরি গ্রাম প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: শুষ্ক মৌসুমে ধুলাবালি ও বিকট শব্দের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন কদমতলা ব্লকের কুর্তি পঞ্চায়েতের ঝেরঝেরি গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা। এলাকায় একাধিক পাথর ভাঙার ক্রেশার মেশিন স্থাপন এবং বিকল্প জাতীয় সড়কের নির্মাণকাজ একসঙ্গে চলায় পরিবেশ পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।অভিযোগ, এক ব্যক্তির জমি ভাড়ায় নিয়ে একই স্থানে একাধিক ক্রেশার মেশিন বসানো হয়েছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেশিন চালু থাকায় ধুলাবালি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পাশাপাশি মেশিনের তীব্র ও বিকট শব্দে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, বাড়ির ভেতরে থাকাও দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ক্রমাগত ধুলাবালির কারণে গাছপালা, বসতবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ ও শিশুরা শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায়ও ব্যাঘাত ঘটছে। এমনকি মেশিনের তীব্র শব্দে মোবাইল ফোনের রিংটোন পর্যন্ত শোনা যায় না বলে জানান বাসিন্দারা।অন্যদিকে এলাকায় বিকল্প জাতীয় সড়কের নির্মাণকাজ চলায় নিয়মিত মাটি ও নির্মাণসামগ্রী বোঝাই ভারী যানবাহন চলাচল করছে। এর ফলে ধুলাবালির মাত্রা আরও বেড়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে থাকা বালু ও মাটি বাতাসে উড়ে গোটা এলাকাকে ধুলোয় ঢেকে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে স্থানীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী বাসিন্দারা। পরিবেশ দূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে এলাকাজুড়ে।

তবে ক্রেশার মালিকদের বক্তব্য, তারা সরকারি নিয়ম মেনেই জল ছিটিয়ে ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। বৃষ্টিপাত না হওয়ায় কিছু ধুলা উড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তার কাজের কারণেও বালু ছড়াচ্ছে বলে তাদের দাবি। সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মালিক পক্ষ।

পুলিশ সপ্তাহ—২০২৬ উপলক্ষ্যে কৈলাসহরে ম্যারাথন

কৈলাসহর, ২৭ ফেব্রুয়ারি: পুলিশ সপ্তাহ---২০২৬-এর অঙ্গ হিসেবে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিল ঊনকোটি জেলা পুলিশ। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে কৈলাসহর শহরে আয়োজন করা হয় এক সচেতনতা মূলক ম্যারাথন দৌড়।

সকাল সাতটায় শহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্র-এর সম্মুখে ফ্ল্যাগ নেড়ে ম্যারাথনের সূচনা করেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর। দৌড়টি কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে কৈলাসহর থানা প্রাঙ্গণে পৌঁছে পুনরায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুপম চাকমা, ইন্সপেক্টর যতীন্দ্র দাস-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

ম্যারাথন শুরুর পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার জানান, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা এবং নতুন ফৌজদারি আইন---২০২৩ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে মাদক বিরোধী আন্দোলনে সামিল করতে জেলা পুলিশ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এই ম্যারাথন দৌড়ে জেলার প্রতিটি থানার পুলিশ কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। পুলিশের এই উদ্যোগকে শহরবাসীও সাধুবাদ জানিয়েছেন।

আগামী ২ মার্চ বঙ্গ বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’-য় অমিত শাহের অংশগ্রহণ, সূচিতে বদল

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির আবহে রাজ্যে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অংশগ্রহণের সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের একদিন পরে, ২ মার্চ তিনি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন।

প্রাথমিকভাবে ১ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থেকে ‘পরিবর্তন যাত্রা’ সূচনা করার কথা ছিল তাঁর। তবে সেই কর্মসূচি একদিন পিছিয়ে ২ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে। বিজেপির রাজ্য কমিটির এক সদস্য জানান, ১ মার্চ মুম্বইয়ে গুরু তেগ বাহাদুরকে শ্রদ্ধা জানাতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। সেই কারণেই রায়দিঘির কর্মসূচি একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নতুন সূচি অনুযায়ী, ১ মার্চ রাত প্রায় ১০টা নাগাদ মুম্বই থেকে কলকাতায় পৌঁছবেন অমিত শাহ। ২ মার্চ সকাল প্রায় ১১টা ১৫ মিনিটে বিশেষ হেলিকপ্টারে রায়দিঘির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। দুপুর নাগাদ ‘পরিবর্তন যাত্রা’-র মঞ্চে তাঁর পৌঁছনোর কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মোট ১০টি সাংগঠনিক বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি বিভাগ ‘পরিবর্তন যাত্রা’র আওতায় আসবে। তবে রাজ্যের রাজধানী কলকাতা থেকে কোনও ‘পরিবর্তন যাত্রা’ শুরু হবে না।

অমিত শাহ ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক শীর্ষ বিজেপি নেতা এই প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, , প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতীন গডকড়ি, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

‘পরিবর্তন যাত্রা’ কর্মসূচির সমাপ্তিতে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে একটি বৃহৎ জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ কিংবা তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতে সেই সভা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সভার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

পিএমশ্রী বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৭ ফেব্রুয়ারি: মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজের উদ্যোগে সাব্রুম পিএমশ্রী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আজ জাতীয় বিজ্ঞান দিবসকে সামনে রেখে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বেলা ১১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্কুল প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমএমডি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. অনুপম গুহ, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষকাসহ ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রঞ্জন দেবনাথ।

এবারের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের মূল ভাবনা হল ’বিজ্ঞানে নারী: বিকশিত ভারতের অনুঘটক’। ১৯৮৭সাল থেকে প্রতি বছর ২৮ শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। পরাধীন ভারতে ১৯২৮ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি নোবেলজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনের যুগান্তকারী আবিষ্কার ’ রামন এফেক্ট’ জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালের ১০ ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর নোবেল প্রাপ্তি ভারতীয়দের কাছে ছিল আত্মবিশ্বাস জাগাবার দ্যোতক। বিজ্ঞানের জগতে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে আমরাও বিশেষ করে নারীরাও দিতে পারে মেধা ও মননের যোগান।

এই বিষয়টিকে স্মরনে রেখে দেশ গঠন ও বিশ্বসভায় দেশকে অন্যতম অবস্থানে নিয়ে যেতে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করতে প্রতি বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকদের বক্তব্যে কথাগুলো উঠে আসে। কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের এবছরের মূল ভাবনা ’বিজ্ঞানে নারী: বিকশিত ভারতের অনুঘটক ’ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন। বর্তমান প্রযুক্তির অগ্রগতির অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে তিনি কথা বলেন। জনমানসে যৌক্তিক চিন্তা ভাবনার প্রসারে সবাইকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন কলেজের উদ্যোগে আগাম এই দিবস পালনের উদ্দেশ্যই হল যত বেশী সম্ভব যুবসমাজকে বিজ্ঞান মনস্কতায় অনুপ্রাণিত করা। তিনি সকল ছাত্রীদের প্রতি বছর জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনের অহ্বান করেন।

এডিসি উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দাবিতে গণমুক্তি পরিষদের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি: গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, এমজিএন-রেগা পুনরায় চালু করা, বেকারদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং এডিসির উন্নয়ন ও জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার দাবিতে ধর্মনগর মহকুমার মধুবন এডিসি ভিলেজের ২ নম্বর ওয়ার্ডে জাতি-উপজাতি ঐক্য শক্তিশালীকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আয়োজন করে ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের ধর্মনগর মহকুমা কমিটি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চিত্ত দেববর্মা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায় এবং যুবরাজনগর কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে অভিযোগ করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রকল্প এমজিএন-রেগা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এডিসিকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করার ওপর জোর দিয়ে তাঁরা বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণের ইঙ্গিত দেন নেতৃবৃন্দ।

অসমে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির ১০ দিনের ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’ শুরু

গুয়াহাটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে গণসংযোগ জোরদার করতে শনিবার থেকে ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’ শুরু করছে বিজেপি। টানা ১০ দিনের এই কর্মসূচি চলবে ৯ মার্চ পর্যন্ত এবং রাজ্যের একাধিক জেলা জুড়ে আয়োজন করা হবে। রাজ্য সরকারের একাধিক জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী ও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা আগেই জানান, ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’ শুধুমাত্র সরকারের সাফল্য তুলে ধরার উদ্যোগ নয়, বরং রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা। তাঁর কথায়, “এটি শুধু সরকারের অর্জন প্রচারের জন্য নয়, মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থনারও একটি মাধ্যম।”

তিনি আরও বলেন, এই যাত্রার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার কথা শোনার সুযোগ মিলবে, যা ভবিষ্যতের নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণে সহায়ক হবে। অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিজেপি সরকারের উদ্যোগ অসমের উন্নয়নের মজবুত ভিত গড়ে তুলেছে বলেও দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে রাজ্যের স্বকীয়তা ও জনবিন্যাসের ভারসাম্য রক্ষা দলের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষায় বিজেপির প্রচেষ্টাকে অসমের মানুষ সমর্থন জানাবেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যে ১২৬টি আসনে ভোট হবে, তার মধ্যে অন্তত ১০৩টি আসনে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীরা অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, “আমরা কতটি আসন জিতব তা এখনই বলা সম্ভব নয়, তবে এই আসনগুলিতে বিরোধীদের উপস্থিতি খুবই সীমিত।”

ভোটের আগে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’কে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কম্পিউটার শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি, আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: কম্পিউটার শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাল অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক সংঘ। বি এম এস অনুমোদিত এবং ঠিকা মজদুর সংঘের একটি সেলের উদ্যোগে আগরতলার আগরতলা প্রেস ক্লাব-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি তোলা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ভবেশ চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁরা জানান, ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) চারটি শ্রম কোড নিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে, তার প্রতি তাঁরা সহমত পোষণ করছেন। পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত কম্পিউটার শিক্ষা চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীরা কারিগরি শিক্ষার দিকে আরও বেশি আকৃষ্ট হবে এবং ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে থাকবে। তবে বর্তমানে কর্মরত কম্পিউটার শিক্ষকদের একাধিক প্রশাসনিক ও পরিষেবাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে ধরা হয় এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

পরিত্যক্ত অবস্থায় ‘রমা কান্ত শিশু পার্ক’, সংস্কারের দাবিতে ক্ষোভ দক্ষিণ মানিক ভান্ডারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি: কমলপুর মহকুমার দক্ষিণ মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের এরার পাড় চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত ‘রমা কান্ত শিশু পার্ক’ বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ২০৮ নং জাতীয় সড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থিত পার্কটি দীর্ঘদিন ধরে অযত্ন ও অবহেলায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালে এরার পাড় এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক নৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস শিশুদের কল্যাণে পার্ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমিটি দেশের রাষ্ট্রপতির নামে লিখিতভাবে দান করেন। পরবর্তী বছরে ২০০৬ সালে অবিভক্ত সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও বিনোদনের লক্ষ্যে পার্কটি নির্মাণ করা হয়।

পার্কের ভেতরে স্থাপন করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও সুকান্ত ভট্টাচার্য-এর মর্মমূর্তি। পাশাপাশি শিশুদের খেলাধুলার জন্য দোলনা, স্লাইড, বসার ব্যবস্থা-সহ নানা সামগ্রী রাখা হয়েছিল। একসময় এলাকাসহ আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে এখানে আসতেন।

কিন্তু গত প্রায় আট বছর ধরে পার্কটির কোনও রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় অধিকাংশ খেলাধুলার সামগ্রী ভেঙে পড়েছে। পুরো এলাকাজুড়ে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে এখানে অসামাজিক কার্যকলাপও চলে।

এলাকাবাসীর দাবি, শিশুদের স্বার্থে দ্রুত পার্কটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করে পুনরায় চালু করা হোক। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কিছু বাসিন্দা।

সরকারি কর্মীদের বকেয়া মেটাতে ৭৪৫ কোটি টাকা ছাড়ল তেলেঙ্গানা সরকার

হায়দরাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য ৭৪৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে তেলেঙ্গানা সরকার। উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মল্লু ভট্টি বিক্রমার্কার নির্দেশে শুক্রবার অর্থ দফতর এই অর্থ ছাড় করে।

টানা সপ্তম মাসের মতো সরকার বকেয়া মেটাতে অর্থ বরাদ্দ করল। কর্মী সংগঠনগুলিকে দেওয়া আশ্বাস অনুযায়ী, গত বছরের জুন মাস থেকে প্রতি মাসে ন্যূনতম ৭০০ কোটি টাকা বকেয়া বিল মেটাতে ছাড়া হচ্ছে। গত মাসে ৭২০ কোটি টাকা এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭১৩ কোটি টাকার বিল মেটানো হয়েছিল।

সরকার আগেই জানিয়েছিল, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে জমে থাকা বকেয়া পরিশোধে প্রতি মাসে অন্তত ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। ২০২৫ সালের জুন মাসের শেষে ১৮৩ কোটি টাকা ছাড়া হয়। এরপর আগস্ট মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে ন্যূনতম ৭০০ কোটি টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এই বকেয়া বিলগুলির মধ্যে রয়েছে কর্মীদের গ্র্যাচুইটি, জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ), অর্জিত ছুটি নগদায়ন এবং বিভিন্ন অগ্রিমের অর্থ।

চলতি বছরের জুনের প্রথম সপ্তাহে তেলেঙ্গানা মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয়, ১ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত জমে থাকা কর্মীদের বকেয়া ২৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে। সেই অনুযায়ী প্রতি মাসে অন্তত ৭০০ কোটি টাকা মঞ্জুরের অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। উপমুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার উপকমিটির সঙ্গে কর্মী সংগঠনগুলির বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে ৫৭ দফা দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কর্মীরা।

এদিকে, চলতি সপ্তাহের শুরুতে তেলেঙ্গানা মন্ত্রিসভা রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য দুর্ঘটনা বিমা ও ক্যাশলেস স্বাস্থ্য প্রকল্প অনুমোদন করেছে। বিমা প্রকল্পে কর্মীদের কোনও প্রিমিয়াম দিতে হবে না এবং সরকারের ওপরও অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়বে না বলে জানানো হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় থাকবেন ৫.১৯ লক্ষ নিয়মিত কর্মী ও ২.৩৮ লক্ষ পেনশনভোগী, মোট ৭.৫৭ লক্ষ উপভোক্তা।

ব্যাংকের মাধ্যমে কার্যকর হওয়া এই প্রকল্পে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে ১.২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। স্বাভাবিক মৃত্যু (৬০ বছর বয়স পর্যন্ত) হলে নিয়মিত সুবিধার পাশাপাশি অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।পাশাপাশি ক্যাশলেস এমপ্লয়ি হেলথ স্কিম (ইএইচএস) অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা, যা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এই প্রকল্পে ৩.৫৬ লক্ষ কর্মী, ২.৮৮ লক্ষ পেনশনভোগী এবং তাঁদের নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরা মিলিয়ে মোট ১৭.০৭ লক্ষ উপভোক্তা অন্তর্ভুক্ত হবেন। রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং ৬৫২টি চিহ্নিত বেসরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস চিকিৎসা মিলবে। এর আওতায় ১,৯৯৮টি চিকিৎসা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হারানো চার মোবাইল উদ্ধার, প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল বিশালগড় থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ ফেব্রুয়ারি: হারিয়ে যাওয়া চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশের এই সাফল্যে স্বস্তি ফিরেছে মোবাইল হারানো ভুক্তভোগীদের মুখে।

জানা গেছে, বিভিন্ন সময়ে বিশালগড় থানায় মোবাইল হারানোর অভিযোগ জমা পড়ে। প্রতিটি অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় মিসিং ডায়েরি নথিভুক্ত করা হয়। এরপর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলির সন্ধানে তৎপরতা শুরু করে। ধারাবাহিক অনুসন্ধান ও প্রযুক্তিগত ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অবশেষে চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। বৃহস্পতিবার থানায় ডেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি সংশ্লিষ্ট প্রকৃত মালিকদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। মোবাইল ফিরে পেয়ে মালিকরা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বিশালগড় থানার পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। উদ্ধার হওয়া মোবাইলের মালিকরা সাংবাদিকদের জানান, পুলিশ আন্তরিকভাবে উদ্যোগ নিলে অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে ওঠে। বিশালগড় থানার পুলিশের এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা আরও বৃদ্ধি করবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

ভারতীয় জনতা পার্টি-র পদযাত্রায় মুখর ২২ কাঁঠালিয়া—রাজাপুর—মির্জা কেন্দ্র, নির্বাচনী তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ২২ কাঁঠালিয়া—রাজাপুর—মির্জা কেন্দ্রজুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরার নেতৃত্বে মনু এডিসি ভিলেজের কালাপাড়া এলাকায় এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখর হয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন জনপদ পরিক্রমা করে পদযাত্রাটি এগিয়ে যায়। পথ চলার সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা। উন্নয়নমূলক কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য রামবাবু রিয়াং, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সেন, মণ্ডল সহ-সভাপতি রমেশি রিয়াং এবং বিজেপির জনজাতি নেতা পরিতোষ দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পদযাত্রাকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার আবহ লক্ষ্য করা যায়।

দীর্ঘ পরিক্রমার পর পদযাত্রাটি জমাতিয়া পাড়ায় গিয়ে এক পথসভায় মিলিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পদ্মলোচন ত্রিপুরা এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং আগামী দিনের পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন। এদিনের সভায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তিনটি পরিবারের মোট দশজন ভোটার তিপরা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান পদ্মলোচন ত্রিপুরা। নবাগতদের দাবি, এলাকার উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও সভা চলাকালীন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সামগ্রিকভাবে এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় নির্বাচনী আবহ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে বলে রাজনৈতিক মহলের।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গোমতী জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আজ উদয়পুর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে গোমতী জেলা ভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ এবং নব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক। সভায় গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি জানান, পি এম কুসুম যোজনার অধীনে জেলায় ৩৬৩টি সোলার পাম্প, ৬৬টি মাইক্রোগ্রিড সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং ১৬৫টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন মহকুমায় ১৩টি সোলার হাইমাস্ট ও ৫৯৪৭টি সোলার স্ট্রিট লাইট বসানো হয়েছে। পি এম জনমন যোজনার আওতায় ২৭২৯টি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পি এম সূর্যঘর মুফতি বিজলি যোজনা প্রকল্পে ১৮৩ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৫২ জন ইতিমধ্যেই সরকারি ভর্তুকি পেয়েছেন। জেলায় মোট ৮৩,২৩৩ জন বিদ্যুৎগ্রাহক রয়েছেন। তিনি জানান স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। জেলায় ৭৭ শতাংশ মানুষকে আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। মোট ৭৯২টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ২৬,৫০০ জন রোগী পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। এম জি এনরেগা প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৪৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৭৮টি অমৃত সরোবর প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে ৫৩,৩৬৬ জন এবং পিএম জনমন প্রকল্পে ৩,৩৪২ জন সুবিধাভোগীর গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সভায় ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর, শিক্ষা, বন, কৃষি ও উদ্যান দপ্তরের কাজকর্ম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

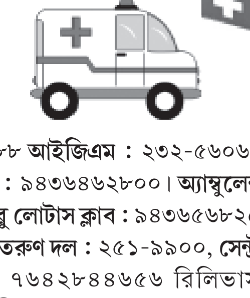

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে ধর্মনগর শহরে উত্তর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ ফেব্রুয়ারি: পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালে ধর্মনগর শহরে উত্তর জেলা পুলিশের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বাইক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বলে জানান উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, আইপিএস।

ধর্মনগর থানা চত্বর থেকে শুরু হওয়া র্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় থানা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন উত্তর জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের উপস্থিতিতে শহরজুড়ে সৃষ্টি হয় সচেতনতার এক ইতিবাচক পরিবেশ। পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই জানান, এই বাইক র্যালির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহ রোধ এবং নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তিনি বলেন,"সমাজকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখতে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদেরও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে।বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্তির মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূলে সকলের সহযোগিতা অপরিহার্য।"এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিনা দেববর্মা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা।পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ধর্মনগর থানায় ছোট শিশুদের নিয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের উৎসাহ ও সৃজনশীলতা ছিল চোখে পড়ার মতো। পুলিশ সুপার জানান, এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য হল শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে পুলিশের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পুলিশের প্রতি অযথা ভয় দূর করা। শিশুদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মনে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।উল্লেখ্য, সম্প্রতি উত্তর জেলা পুলিশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছ থেকে একাধিক সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেছে।

এই অর্জনকে জেলার জন্য গর্বের মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করে পুলিশ সুপার বলেন, "এই সম্মান আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাব।"পুলিশ সপ্তাহের এই বহুমুখী উদ্যোগ উত্তর জেলায় সামাজিক সচেতনতার বার্তা আরও জোরালো করল বলেই মনে করছেন সচেতন মহল।

ক্রেন উল্টে জাতীয় সড়ক

● প্রথম পাতার পর

উপর পড়ে যায় এবং চালক নিয়ন্ত্রণ হারান।

দুর্ঘটনার জেরে আগরতলা—খোয়াই ১০৮(বি) জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। রাস্তার মাঝখানে ক্রেন পড়ে থাকায় দুই দিকেই যানবাহনের দীর্ঘ লাইন সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরবর্তীতে উদ্ধারকারী যন্ত্রের সাহায্যে ক্রেনটি সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সড়কে যান চলাচল আংশিকভাবে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

দ্রুত ফলাফল প্রকাশ ও একত্রে

● প্রথম পাতার পর

রিক্রুটমেন্ট বোর্ড) দপ্তরের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে প্ল্যাকার্ড হাতে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের একটাই দাবি অবিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, ২০২২ সালে টিআরবিটির অধীনে এসটিজিটি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। ওই পরীক্ষায় কয়েক হাজার প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রায় তিন বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়েও কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি বলে অভিযোগ।

এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, ২০২২ সাল থেকে আমরা অপেক্ষা করে আছি। এতো টাকা খরচ করে পরীক্ষায় বসেছি। কিন্তু বারবার শুধু আশ্বাসই দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে কোনও অগ্রগতি নেই। আমাদের অনেকের বয়স দ্রুত সরকারি চাকরির ঊর্ধ্বসীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলাফল প্রকাশ না হলে নিয়োগে অংশ নেওয়ার সুযোগই থাকবে না।

এদিন করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দপ্তরে স্মারকলিপি দিলেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। সেই কারণেই বাধ্য হয়ে তাঁরা টিআরবিটি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে বসেছেন।

বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বহু প্রার্থী শীঘ্রই বয়সসীমা অতিক্রম করবেন, যার ফলে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। তাই তাঁদের দাবি, আর সময়ক্ষেপণ না করে অবিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দেন, সরকার যদি দ্রুত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পথে

● প্রথম পাতার পর

বিবৃতিতে জাখারোভা বলেন, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের তীব্র বৃদ্ধি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা তাদের এই বিপজ্জনক মুখোমুখি অবস্থান পরিত্যাগ করে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আহ্বান জানাই, যাতে সমস্ত মতভেদ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়ে সমাধান করা যায়।

বৃহস্পতিবার সীমান্ত উত্তেজনা বাড়ার পর পাকিস্তান 'অপারেশন গজব লিল-হক' শুরু করে। কাবুল, পাকতিয়া ও কান্দাহারে একাধিক এলাকায় পাকিস্তান বিমান হামলা চালায় বলে জানা গিয়েছে। এর জবাবে আফগানিস্তানও পাকিস্তানের একাধিক সামরিক স্থাপনায় পাল্টা বিমান হামলা চালানোর দাবি করেছে।

এদিকে ইরান-এর বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি রমজান মাসের প্রেক্ষাপটে দুই দেশকে 'সদ্ভাবপূর্ণ প্রতিবেশীসুলভ কাঠামো'র মধ্যে থেকে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। তিনি দুই দেশের মধ্যে সংলাপ সহজতর করতে প্রয়োজনে তেহরানের সহায়তার আশ্বাসও দেন।

অন্যদিকে চীন-ও সংঘাত বৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শিনহুয়া সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে চীনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান একে অপরের অবিচ্ছেদ্য প্রতিবেশী, এবং উভয়ই চীনেরও প্রতিবেশী দেশ। তিনি দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে সংযম প্রদর্শনের পরামর্শ দেন এবং জানান, চীন গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।

এর আগে তালিবান সরকারের ডেপুটি মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত দাবি করেন, আফগান বিমান বাহিনী ইসলামাবাদ, নওশেরা, জামরুদ ও অ্যাবোটাবাদে পাকিস্তানি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, সীমান্তে পাল্টা অভিযানে অন্তত ৫৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে এবং দুটি ঘাঁটি ও ১৯টি পোস্ট দখল করা হয়েছে। এই সংঘর্ষে আটজন আফগান সেনা নিহত ও ১১ জন আহত হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, নানগরহার প্রদেশে একটি শরণার্থী শিবিরে পাকিস্তানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নারী ও শিশুসহ ১৩ জন আফগান নাগরিক আহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পাকিস্তানের প্রধান দৈনিক ডন জানিয়েছে, আফগান বাহিনীর "উসকানিমূলক গুলিবর্ষণ"-এর জবাব হিসেবেই ইসলামাবাদ এই সামরিক অভিযান শুরু করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহলের কূটনৈতিক তৎপরতা উত্তেজনা প্রশমনে কতটা কার্যকর হয়, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

পরিবেশকে দূষণ মুক্ত সচেতনতা শিবির সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ২দিন ব্যাপী "পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার যে সচেতনতা শিবির" ২৫ ও ২৬ শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা বাধারঘাট রেলস্টেশনের সম্মুখে এবং মহারানী হীরাবতি ছাত্রী নিবাসে উক্ত সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্য সরকারের পরিবেশ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এর বিশেষ সহযোগিতায় এবং নিউ দিল্লী ন্যাশানাল ইয়ুথ প্রজেক্ট রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে পরিবেশকে দূষণমুক্ত এবং জলকে রক্ষা করা- জল সংরক্ষণ করা, জল অপচয় বন্ধ করা, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এক আলোচনা চক্র এবং পথ নাটিকা ও যোগা আসন, বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি আসন অলংকৃত করেন আগরতলা রেল ষ্টেশনের সুপারিটেডেন্ট মুন্না কুমার যাদব, সহ আরপিএফ ইনচার্য এবং জিআরএফ প্রতিনিধি, বিশিষ্ঠ্য সমাজকর্মী, সুব্রত দেব, কৃষ্ণ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত ভাষণ রাখেন ন্যাশানাল ইয়ুথ প্রাজেক্ট এর রাজ্য সচিব দীপক কুমার সিনহা বক্ত্যবে বলেন জল হচ্ছে জনগণের পরম মিত্র, জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবনা। তেমনি গাছও আমাদের অক্সিজেন প্রদান করে জীবনকে রক্ষা করে তাই আমাদের প্রধান কর্তব্য জল ও বৃক্ষ কে রক্ষা করতেই হবে প্রধান অতিথি শ্রী মুন্না কুমার যাদব এই রকম সচেতনতা শিবির জল সংরক্ষন ভূয়সী প্রশংসা" করেন রেল দপ্তর এর পরিসেবার জন্য প্রচুর পরিমানে জল প্রয়োজন। উনার পক্ষ থেকে সংগঠনকে সহযোগিতার কথা বলেন।

২য় পর্বে পথ নাটিকা 'জল আমাদের জীবন' দর্শকদের মধ্যে ভীষণ ভাবে প্রশংসা কুড়িয়েছে পরিশেষে অতিথিদের মধ্যে চারা গাছ তুলে দেন সংস্থার পক্ষ থেকে দীপক কুমার সিনহা, যোগা আসন পরিচালনা করেন মহারানী হীরাবতি ছাত্রী নিবাসের সুপার শ্রীমতি তপতী কলই, পথ নাটিকা পরিচালনা করেন নৃত্য শিল্পী শ্রীমতি আশালতা দেব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠন মন্ত্রী শ্রী নারায়ণ পাল। ২দিন ব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা কর্মশালা সার্থক করে তোলার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান দীপক কুমার সিনহা।

জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও

● প্রথম পাতার পর

তাই শুধু ভোটে জয়লাভের লক্ষ্য নয় সমাজের প্রান্তিকস্তরের উন্নয়ন, দূর্বল অংশের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করাই জনপ্রতিনিধির প্রকৃত সার্থকতা। নৈতিকতা বজায় রেখে কাজ করা, নিজের কাজের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা এবং দুর্নীতিমুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। জনপ্রতিনিধিদের প্রকৃত শক্তি পদমর্যাদায় নয়, বরং মানুষের বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমেই নিহিত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত আজ ডিজিটাল ইন্ডিয়া যুগে এসে পৌঁছেছে। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করার বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সরকারি পরিকল্পনা ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে জনগণের সামনে উপস্থাপন করলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রশাসনের প্রতি আস্থা আরও দৃঢ় হয়। মুখ্যমন্ত্রী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সি.পি.এ.) কার্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি সি.পি.এ.-র কার্যপ্রণালীর উপরও আলোকপাত করেন। মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধিদের নিজ এলাকায় দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস দর্শনকে সামনে রেখে বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে হলে বিকশিত ত্রিপুরা নির্মাণ অপরিহার্য। সকলের স্বচ্ছ সহযোগিতা, পারস্পরিক আস্থা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, আজকের এই সেমিনার জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। পাশাপাশি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তুলতে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি এই সেমিনারের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবল নারায়ণ সিং বলেন, সি.পি.এ. ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা সংসদীয় গণতন্ত্র, সুশাসন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। এর মূল কাজ হলো জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলা। সি.পি.এ.-র অন্যতম উদ্দেশ্য আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সেই অর্থে আজকের এই আয়োজন খুবই প্রাসঙ্গিক। জনগণের প্রকৃত উন্নতি তথা জীবনশৈলীর উন্নতির স্বার্থে এই উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ১৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের মেলবন্ধনে একটি মিশ্র সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা এবং সমাজের প্রান্তিকস্তরের উন্নতিসাধন ইত্যাদি সব মিলিয়ে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে বর্তমানে এক আলোচিত অধ্যায়। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট গতিশীলতা এসেছে। কেন্দ্রের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি থেকে শুরু করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যকে অষ্টলক্ষ্মী রূপে তুলে ধরার ইতিবাচক প্রয়াস সাধারণ মানুষ আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পারছেন। ডেপুটি চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস তথা মানিক্য রাজবংশের গৌরবময় অধ্যায়ের উপরও আলোকপাত করেন। তিনি জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান রাখেন সমাজের সকল অংশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার কাজে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রতিনিধিদের উচিত মানুষের আস্থা অর্জন করা। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যপ্রণালির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প সবাই মিলে রূপায়ণ করা উচিত। তবেই প্রকৃত অর্থে জনগণের উপকার হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনকল্যাণে জনপ্রতিনিধিদের নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ কৃতী দেবী সিং দেববর্মা বলেন, জনগণের বিশ্বাস অর্জন করা একজন জনপ্রতিনিধির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। জনপ্রতিনিধিদের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠে। আসাম থেকে নির্বাচিত সাংসদ পরিমল শুক্ল বৈদ্য বলেন, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত রূপায়ণের কাজে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

স্বাগত বক্তব্যে রাজ্য বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, ত্রিপুরার জন্য আজ খুবই গর্বের দিন। তিনি জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার সঙ্গে মানুষের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এতেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় বলেন, আজকের এই উদ্যোগ বর্তমান সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। গণতন্ত্র রক্ষায় জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর বার্তা পাঠ করে শোনান বিধায়ক সুদীপ সরকার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

অনুষ্ঠানে মঞ্চে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধানসভার সচিব অমিয় কুমার নাথ প্রমুখ। আজকের অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ছাড়াও বিভিন্ন জিলা পরিষদের সভাধিপতি, টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র সিইএম, টি.টি.এ.এ.ডি.সি-র সদস্য-সদস্যা, পুরনিগমের কর্পোরেটরগণ সহ পঞ্চায়েত এবং ব্লকস্তরের জনপ্রতিধিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

লেম্বুছড়া ফাঁড়িতে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে ঘটনাটি ঘিরে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কয়েক ঘন্টার জন্য দক্ষিণ

● প্রথম পাতার পর

পালন করেন। তাদেরকে সংবর্ধনা জানিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি। সাথে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার, বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিশাল কুমার। পরবর্তী সময়ে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বিলোনিয়া কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া এইদিন বিলোনিয়া স্থিত জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে এক বাইক রেলির আয়োজন করা হয়।

শিশুকন্যার শ্লীলতাহানির

● প্রথম পাতার পর

একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলাটির দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালতে মোট ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথিপত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিচারক অভিযুক্ত রাকেশ দেবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

রায়ে তাকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালত আরও জানায়, অনাদায়ে অতিরিক্ত চার মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি

● প্রথম পাতার পর

স্বামী তাঁর ছেলেকে প্ররোচিত করে স্ত্রী ও শাশুড়ির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন।

নাবালকের বিরুদ্ধে আলমারি ভেঙে সোনার গয়না চুরি করে বাবার হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। ২০২৫ সালে ভুক্তভোগীর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া এবং প্রতিবাদ করায় মারধরের অভিযোগও এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগকারী ও ভুক্তভোগী নিত্যদিন প্রাণনাশের হুমকির মধ্যে বাস করছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবারটির বিবাহবিচ্ছেদের মামলা বিচারাধীন।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর এনসিসি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৩০৫(এ), ৩২৪(২), ৩৫১(১), ১১৭(২), ৩১৭(২) এবং ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেফতারের আশঙ্কায় অভিযুক্তরা প্রথমে ট্রায়াল কোর্টে অগ্রিম জামিনের আবেদন করেন। তা খারিজ হলে তাঁরা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন।

আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বাঁশুরি পোদ্দার দাবি করেন, অভিযুক্তরা নির্দোষ এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি জানান, নাবালকটি মা ও দিদিমার হাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং সে চাইল্ডলাইন ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির দ্বারস্থ হয়ে সুরক্ষা চেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জুভেনাইল জাস্টিস আইন অনুযায়ী নাবালকও অগ্রিম জামিনের অধিকারী। নবম শ্রেণির ছাত্র হিসেবে পরীক্ষার মুখে তার মানসিক চাপ বেড়েছে এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসতে না পারলে তার শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়ে যাবে।

তবে আদালত লক্ষ্য করেছে, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর ৩৫(৩) ধারায় হাজিরার নোটিস দিলেও অভিযুক্ত স্বামী তদন্তে সহযোগিতা করেননি। বারবার সময় চেয়ে তদন্তে বিলম্ব ঘটানো হয়েছে। আদালত মন্তব্য করেছে, আইন একতরফা নয়। শুধু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের অভিযোগ তুললেই চলবে না; আবেদনকারী নিজেও আইনি প্রক্রিয়া মানছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।

তবে নাবালকের নবম শ্রেণির পরীক্ষা সামনে থাকায় এবং পারিবারিক বিরোধের প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক আরও অবনতির ঝুঁকি বিবেচনা করে আদালত তার ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল অবস্থান গ্রহণ করে অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করেছে। অন্যদিকে, পিতার আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

কেজরিওয়াল - সিসোদিয়াকে

● প্রথম পাতার পর

বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। এর আগে অর্থপাচার সংক্রান্ত মামলায়ও শীর্ষ আদালত অন্তর্বর্তী স্বস্তি দিয়েছিল এবং সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিল।

মনীশ সিসোদিয়াকে ২০২৪ সালের অগস্টে প্রায় ১৭ মাস কারাবাসের পর জামিন দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আদালত পর্যবেক্ষণ করে, শতাধিক সাক্ষী ও বিপুল নথিপত্র জড়িত থাকায় বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। দীর্ঘকাল আটক রাখা হলে তা দ্রুত বিচারের অধিকারের পরিপন্থী হবে বলেও মন্তব্য করে শীর্ষ আদালত।

উদ্বেগ রাষ্ট্রসংঘের সংলাপের মাধ্যমে

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন। আফগানিস্তানের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম খামা প্রেস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গুতেরেস দুই পক্ষকেই সামরিক সংঘাত এড়াতে এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা মেনে চলার আহ্বান জানান।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তান 'অপারেশন গজব লিল-হক' শুরু করে। পাকিস্তানের প্রধান দৈনিক ডন জানায়, আফগান বাহিনীর "উসকানিমূলক গুলিবর্ষণ"-এর জবাব হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়।

অন্যদিকে, শুক্রবার আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দাবি করেছে যে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত বরাবর পাল্টা অভিযানে অন্তত ৫৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে এবং দুটি সামরিক ঘাঁটি ও ১৯টি পোস্ট দখল করা হয়েছে। ডুরান্ড লাইনের ওপারে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর একাধিক অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলে মন্ত্রকের দাবি।

আফগান মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, চার ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে বহু হালকা ও ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং একটি বড় সামরিক পরিবহণ যান দখলের কথাও জানানো হয়েছে। তবে এই অভিযানে আটজন আফগান সেনা নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছেন।

এছাড়া নানগরহার প্রদেশের একটি শরণার্থী শিবিরে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নারী ও শিশুসহ ১৩ জন আফগান নাগরিক আহত হয়েছেন বলে কাবুলের দাবি।

এদিকে তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ আল আরাবিয়া ইংরেজিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের বিমান হামলাকে "লজ্জাজনক কাজ" বলে আখ্যা দেন এবং সামরিক জবাবের হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর দাবি, হামলায় জঙ্গি নয়, সাধারণ নাগরিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

২২ ফেব্রুয়ারিও আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অভিযোগ করেছিল যে নানগরহার ও পাকতিকা প্রদেশের আবাসিক এলাকায় পাকিস্তানি বিমান হামলায় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। যদিও ইসলামাবাদের দাবি, তারা পাকিস্তানে হামলা চালানো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকেই লক্ষ্যবস্তু করেছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের হস্তক্ষেপ দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে কতটা কার্যকর হয়, সেটাই এখন দেখার।

টি-টোয়েন্টি লিগে আগ্রাসী ব্যাটিং সূর্যবংশীর

স্ট্রাইক রেট ৩৩১.৫৮। সাতটি চার এবং পাঁচটি ছয়। মুম্বইয়ের টি-টোয়েন্টি লিগে এ রকমই আগ্রাসী ছন্দে দেখা গেল বৈভব সূর্যবংশীকে। আইপিএলের আগে বিপক্ষ দলগুলিকে হুঁশিয়ারিও দিয়ে দিল সে। বুঝিয়ে দিল, প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ছন্দে রয়েছে সে।সম্প্রতি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জিতে এসেছে বৈভব। দশম শ্রেণির পরীক্ষা না দিয়ে সে গিয়েছে মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল টি২০ লিগ খেলতে। সেখানেই বৃহস্পতিবার ডিওয়াই পাতিল ব্লু দলের হয়ে ১৯ বলে ৬৩ রান করে সে। দলও জিতেছে সহজেই।২২০ রান তাড়া করতে নেমেছিল বৈভবের দল। ক্রিজে নেমে একটুও সময় নেয়নি বৈভব। প্রথম চারটি বলে ১৬ রান করে সে। শুরুই করে চারটি চার মেরে। ১২ বলে তার রান দাঁড়ায় ৪৩। বিপক্ষ দলের অধিনায়ক তখন কাকে বল দেবেন এবং কোথায় ফিল্ডার রাখবেন সেটাই ভাবছেন।পঞ্চম ওভারেই অর্ধশতরান করে ফেলে বৈভব। পর পর ছয় এবং চার মেরে ১৪ বলেই ৫০ করে সে। এর পর আরও একটি ছয় মেরে ১৯ বলে ৬৩ রান করে ফিরে যায় সে।গত বারের আইপিএলে প্রথম বার নজরে এসেছিল বৈভব। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে শতরান করে সকলের নজরে আসে। লিগের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে শতরানের নজির ছিল সেটি।তার পর থেকে বৈভবের উত্থান ক্রমশ ঊর্ধগামী। ২৫টি যুব এক দিনের ম্যাচে ১৪১২ রান করেছে সে। গড় ৫৬.৪৮। স্ট্রাইক রেট ১৬৫.৭২। চারটি শতরান এবং সাতটি অর্ধশতরান রয়েছে তার। তার মধ্যে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে ৮০ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস রয়েছে।সব মিলিয়ে ১৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৭০১ রান করেছে বৈভব। স্ট্রাইক রেট ২০৪.৩৭। এ দিন বৈভবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাল খেলেছেন অর্জুন তেন্ডুলকর। তিনি ২৯ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত থেকেছেন।

NOTICE INVITING TENDER

College of Agriculture, Tripura invites offline tenders in favour of reputed constructor/firm for Office Wall Rack (File holding wardrobe) at Establishment & Accounts Section, College of Agriculture Tripura, Agartala, West Tripura. The bid document is available on the webpage of College of Agriculture, Tripura, http://coatripura.ac.in/ from 25.02.2026 to 07.03.2026 in all working days. Last Date and time of submission of the tender is 07.03.2026 upto 01.00 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.

Estimated Tender Value- Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh only)

(Prof. Debashish Sen)
Principal
College of Agriculture
Tripura, West Tripura

ICA/C-4581/26

PNIT NO:-58/EE/RD/SNMD/2025-26, Dt. 25/02/2026

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 03/03/2026 for 3 (Three) no(s). Construction work amounting to Rs 10,76,343.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

ICA/C-4577/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-38/EE/RDUD/G/ 2025-26 DATED 24/02/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 05/03/2026 for the following work-

1. Construction of boundary wall (159.0 M, along with 03 Nos gates)in connection with infrastructure development of Udaipur English Medium School, Udaipur Gomati District.
2. Vertical Extension for construction of Temporary Boys and Girls hostel at Roof top of existing Building of integrated Ayush Hospital, Udaipur, Gomati District.
3. Construction of Blacktop road from Udaipur - Kakraban main road via PWD road via Khiruda sundari AWC at Ichacherra GP under Udaipur Division during the year 2025-26.
4. Construction of RCC foot bridge at Pitra Twisa near Dasarath Deb English Medium school under Killa VC of Killa RD Block.
5. Construction of RCC foot bridge (L=37.00 Mtr) at Taiharchung Bari over Marandi Cherra near Kasoo Bazar under Dakhin Maharani VC of Matabari RD Block.
6. Construction of RCC foot bridge (40.0 M) near the land of Iswari Reang Dhan Kati at Tainani VC under Matabari R.D Block.
7. Construction of RCC foot bridge near the land of Haradhan Shil at Pitra GP under Matabari R.D Block.
8. Renovation of Integrated Ayush Hospital including water supply, electricity and furniture, Udaipur, Gomati District.
9. Mtc of Driver room and AI Karmayogi Lab of the office building of ADM and Collector (Ground floor), Udaipur, Gomati District.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

ICA/C-4570/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-42/EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.25.02.2026.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-Tender in Two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 05/03/2026 for 2(two) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
eliamura, Khowai Tripura

ICA/C-4566/26

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা, সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে নির্বাচন কমিশনারের সেহা নং এফ. ২ (১৬) - ইসি/ডিসি/জেন-ইলেক/২০২৫-২৬/ তারিখ ২৬.০২.২০২৬ ইং বিজ্ঞপ্তি মূলে খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ী (তপ:উপ:) এবং ১২-রামচন্দ্রঘাট (তপ:উপ:) ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রের খসড়া ভোটার তালিকা ২৭ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত খসড়া ভোটার তালিকা নিম্নে উল্লেখিত স্থানে দেখা/পরিক্ষার জন্য পাওয়া যাইবে।

(১) খোয়াই/ কমলপুর মহকুমা শাসকের অফিস।
(২) সমস্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের (DO) ৯/১ থেকে ৯/৪৭ এবং ১২/১ থেকে ১২/৪১ অফিস।
(৩) ৯- হালাহালি- আশারামবাড়ী (তপ: উপঃ) এবং ১২- রামচন্দ্রঘাট (তপ: উপঃ) ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত তহশীল কাছারী অফিস।
(৪) খোয়াই জেলা শাসকের অফিস।

খসড়া ভোটার তালিকার উপর কারোও কোন দাবী ও আপত্তি থাকিলে তাহা লিখিত আকারে অফিস চলাকালীন সময়ে আগামী ৬ই মার্চ ২০২৬ইং তারিখের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকের অফিস (DO) অথবা নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে জমা করিতে হইবে.। সমস্ত দাবী আপত্তি আগামী ৯ই মার্চ ২০২৬ইং নিস্পত্তি করা হইবে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী ১৩ই মার্চ ২০২৬ইং তারিখে প্রকাশিত করা হইবে।

ইতি
নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক
(মহকুমা শাসক)
৯-হালাহালি-আশারামবাড়ী (তপ:উপ:) ও ১২-রামচন্দ্রঘাট (তপ:উপ:)
স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্র
খোয়াই : ত্রিপুরা

ICA/D-2056/26

টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পশ্চিম জেলা চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি।। ডি ওয়াই এফ আই আয়োজিত টি - ১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পশ্চিম জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সংগঠনের ডুকলি বিভাগীয় কমিটি। টানটান উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে তারা সদর বিভাগীয় কমিটিকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে। বৃহস্পতিবার, আগরতলা ভোলাগিরি মাঠে ডুকলি বিভাগীয় টিমের অধিনায়ক বিশ্বজিৎ দেবনাথ টসে জয়লাভ করে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে তার দলের বোলাররা দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়ে সদর বিভাগীয় কমিটিকে ৭৯ রানে আটকে দেয়। ডুকলি বিভাগের অভিষেক রায়, অভিজিৎ দেব, প্রশনজিৎ দে, বিশ্বজিৎ আচার্য, সজিব মিয়া, সায়ন দাসরা দুর্দান্ত খেলে ম্যাচের জয় হাসিল করে নেন। অসাধারণ ব্যাটিং এর সুবাদের ফাইন্যাল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হাসিল করেন অভিষেক রায়। পাশাপাশি সংগঠনের নেতৃত্ব দুই দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফিও তুলে দেন।উল্লেখ্য ডি ওয়াই এফ আই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচির আহ্বান জানিয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।সোমবার সকালে এম বি বি কলেজের টিলা মাঠে পশ্চিম জেলার উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সঞ্জয় দাস, অসীম সরকার, সদর মহকুমা কমিটির সম্পাদক জয়দ্বীপ রাউত, ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক শুভঙ্কর মজুমদার, জিরানিয়া মহকুমা সম্পাদক রাহুল ধর প্রমুখ।

টিসিএ-র বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট ৬ মার্চ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিপুল মজুমার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ৬ মার্চ থেকে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। ব্লাড মাউথ ক্লাব, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব, স্ফুলিঙ্গ, সংহতি ক্লাব, হার্ভে ক্লাব এবং শতদল সংঘ - এই ছয়টি দলকে নিয়ে হচ্ছে বিপুল মজুমদার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। খেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তিনটি মাঠে, এমবিবি স্টেডিয়াম, টিআইটি গ্রাউন্ড এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড। প্রথম দিন অর্থাৎ ৬ মার্চ এম বি বি স্টেডিয়ামে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব, টিআইটি গ্রাউন্ডে হার্ভে ও শতদল সংঘ এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। টুর্নামেন্ট চলবে পাঁচ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে খেলা শুরু হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে ইতোমধ্যে ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন।

টিসিএ-র সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্রিকেট শুরু ৭ মার্চ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ৭ মার্চ থেকে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। চলমান সংঘ, ইউনাইটেড বিএসটি, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, মৌচাক ক্লাব, ওল্ড প্লে সেন্টার, কসমোপলিটন ক্লাব, পোলস্টার এবং বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব - এই আটটি দলকে নিয়ে হচ্ছে সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। খেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তিনটি মাঠে, এমবিবি স্টেডিয়াম, টিআইটি গ্রাউন্ড এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে ইতোমধ্যে ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। প্রথম দিন অর্থাৎ ৭ মার্চ এম বি বি স্টেডিয়ামে ওল্ড প্লে সেন্টার খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। চলমান সংঘ এবং ইউনাইটেড বিএসটি খেলবে টি আই টি রাউন্ডে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে মৌচাক ক্লাব ও পোলস্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। টুর্নামেন্ট চলবে ২৯ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে খেলা শুরু হবে।

পুলিশ সপ্তাহে বিশ্রামগঞ্জে প্রীতি ক্রিকেটে টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নতুন প্রজন্মকে নেশার মাঠ ছেড়ে খেলার মাঠে আসার আহ্বান জানালেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তথা আই পি এস বিকাশ সিনথিয়া। ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বিশ্রামগঞ্জ থানার উদ্যোগে পুলিশ এবং জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শুক্রবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ানবাজার মাঠে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ম্যাচ হয় বিশ্রামগঞ্জ ওয়ারিয়র বনাম বিশ্রামগঞ্জ ল্যাংমাহাটির মধ্যে। জয়লাভ করে বিশ্রামগঞ্জ ওয়ারিয়র। দ্বিতীয় ম্যাচটি হয় বিশ্রামগঞ্জ থানা বনাম বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটি। জয়লাভ করে বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটি। এর পর বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটি এবং বিশ্রামগঞ্জ ওয়ারিয়র এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলা। জয়লাভ করে বিশ্রামগঞ্জ ওয়ারিয়র। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রানার্স ট্রফি খেলোয়ারদের হাতে তুলে দেয় বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিকাশ সিনথিয়া। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বলেন পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে এই খেলার আয়োজন করে বিশ্রামগঞ্জ থানা।সমাজকে নেশা মুক্ত করতে হলে যুবকদের মাঠমুখী করতে হলে এধরনের খেলার বিশেষ প্রয়োজন। তাই তিনি নব প্রজন্মকে খেলার মাঠে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিলোনিয়া সিনিয়র ক্রিকেটে সহজ জয় ওরিয়েন্টাল ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার স্থানীয় বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত ম্যাচে অংশ নেয় ওরিয়েন্টাল ক্লাব ও নিউ স্টার। দুই দলের এই ম্যাচে নিউ স্টার ক্লাবকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে ওরিয়েন্টাল। সকালে উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে নিউ স্টার ক্লাব টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সবকিছু উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১০৪ রান।সুরল দাসের লড়াকু ৫৭ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে নিউ স্টার।জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে নীলাদ্রি ভৌমিক সর্বোচ্চ চারটি উইকেট নেয়। এছাড়া দুটি করে উইকেট পেল সুমন দাস ও প্রাঞ্জল দাস। জবাবে জয়ের জন্য ১০৫ রানের টার্গেট নিয়ে ওরিয়েন্টাল ব্যাট করতে নেমে মাত্র দুইজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১০৭ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। জয়ন্ত দাসের ৩২ রান, নীলাদ্রি ভৌমিকের ৩৪ রান, বিজয় বিশ্বাসের ১৭ রান ও প্রাঞ্জল দেবের ১৪ রানের সাহায্যেই এদিন কার্য্যত জয় পেল ওরিয়েন্টাল। পরাজিত দলের হয়ে বল হাতে নিয়ে একটি করে উইকেট পেল নীল বর্ধন ও অভিজিৎ বিল।

নিজেরা জিতে অন্য এক দলকে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুলে দিল সূর্যের ভারত

জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে নিজেরা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড়ে থাকার পাশাপাশি অন্য এক দলের মুখে হাসি ফোটাল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুলে দিল তারা। আগেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার ভারত-জিম্বাবোয়ে ম্যাচের পর শেষ চারের দুই দল চূড়ান্ত হয়ে গেল।
বৃহস্পতিবার ভারত-জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে অহমদাবাদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচ সহজে জেতে তারা। ফলে দুই ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪। দুই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পয়েন্ট ২। ভারত জিম্বাবোয়েকে হারানোয় সূর্যকুমার যাদবদের পয়েন্টও দুই ম্যাচে ২। গ্রুপে সকলের নীচে থাকা জিম্বাবোয়ের পয়েন্ট দুই ম্যাচে শূন্য।গ্রুপ ১-এর চার দলেরই একটি করে ম্যাচ বাকি। শেষ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামবে জিম্বাবোয়ে। যদি সেই ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকা হারে তা হলে তাদের পয়েন্ট হবে তিন ম্যাচে ৪। জিম্বাবোয়ে ২ পয়েন্টের বেশি যেতে পারবে না। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে উঠবে। কিন্তু দুই দলের মধ্যে কোনও একটি দলই ৪ পয়েন্ট পাবে। অপর দলের পয়েন্ট হবে ২। যদি ম্যাচ ভেস্তে যায় তা হলে দুই দলই ৩ পয়েন্টে থাকবে। সুতরাং কোনও পরিস্থিতিতেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুই দল টপকাতে পারবে না।ফলে সুপার এইটের এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ ম্যাচে ঠিক হবে, গ্রুপের শীর্ষে কে থাকবে?

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে চোখ ছিল ভারতীয় দলের জানিয়ে দিলেন হার্দিক

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার লড়াই নিজেদের হাতেই রেখেছে ভারত। জিম্বাবোয়েকে হারানোর পর এখন সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের হারাতে পারলেই শেষ চারে উঠবে দল। জয়ের পরেও বোলারদের নিয়ে অখুশি সূর্যকুমার যাদব। বোলারদের থেকে আরও ভাল পারফরম্যান্সের আশায় তিনি। জিম্বাবোয়ে ম্যাচের আগে যে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে তাঁদের নজর ছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন হার্দিক পাণ্ড্য।
ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন হার্দিক। খেলা শেষে তিনি বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের দিকে আমাদের নজর ছিল। কারণ, ওই ম্যাচের উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করছিল।"
ব্যাট করতে নেমে ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন হার্দিক। তিনি জানিয়েছেন, নিজের টাইমিংয়ের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। ভারতীয় অলরাউন্ডার বলেন, "আগের ম্যাচগুলোতে খুব জোরে মারার চেষ্টা করছিলাম। সেটা করতে গিয়ে ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না। কিন্তু আজ টাইমিংয়ের দিকে নজর দিয়েছি। তাই বড় শট মারতে পেরেছি।"
ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিং নিয়েও খাটছেন হার্দিক। ইডেনে বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন তিনি। হার্দিক জানিয়েছেন, নতুন বলের পাশাপাশি পুরনো বলেও বল করতে ভালবাসেন তিনি। উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই ম্যাচে তিন ওভার বল করেছেন তিনি। হার্দিক জানান, পুরস্কার অনুষ্ঠানের পর বাকি এক ওভার বলও করবেন তিনি। সত্যিই খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও হার্দিককে বল করতে দেখা যায়। দল জিতলেও পুরো খুশি হতে পারছেন না সূর্যকুমার। কারণ, দলের বোলিং। ভারতের ২৫৬ রানের জবাবে জিম্বাবোয়েও ১৮৪ রান করেছে। শিবম দুবে দুই ওভারে ৪৬ রান দিয়েছেন। জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তীরাও রান দিয়েছেন। মাঠে সূর্যকে দেখে বোঝা যায়, খুশি হতে পারছেন না।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগে এই রোগ সারাতে চাইছেন সূর্য। তিনি বলেন, "আমাদের ব্যাটিং ভাল হয়েছে। কিন্তু বোলারদের আরও নিয়ন্ত্রিত বল করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে। সেই জন্য একটু বিরক্ত হয়েছিলাম।"দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের কথা ভুলে গিয়ে এই ম্যাচে নেমেছিলেন বলে জানিয়েছেন সূর্য। ভারত অধিনায়ক বলেন, "আমরা আগের ম্যাচের কথা ভুলে এই ম্যাচে নেমেছি। আমাদের তথ্য বিশ্লেষক প্রত্যেক ব্যাটারের গত এক বছরের পারফরম্যান্স নিয়ে স্লাইড তৈরি করেছিল। সেটা দেখে আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়েছে। শুরু থেকে ভাল ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি।"আপাতত বিশ্রামের পর কলকাতায় নামতে তৈরি হবেন সূর্যেরা। এখন থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের কথা তাঁর মনে। সূর্য বলেন, "আপাতত বিশ্রাম। কাল কলকাতায় যাব। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। তার আগে বসে পরিকল্পনা তৈরি করব। আশা করছি, এই ম্যাচের ছন্দই পরের ম্যাচে ধরে রাখতে পারব।"

বিশ্বকাপের মধ্যেই দুঃসংবাদ, ক্যানসারে মৃত্যু রিঙ্কু সিংয়ের বাবার

বিশ্বকাপের মধ্যেই দুঃসংবাদ। পিতৃবিয়োগ হল টিম ইন্ডিয়ার তারকা ব্যাটার রিঙ্কু সিংয়ের। শুক্রবার সকালে গ্রেটার নয়ডার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন খাচান্দ্র সিং। মঙ্গলবারই ভারতীয় শিবির থেকে ছুটি নিয়ে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলেন রিঙ্কু। সেটাই যে শেষ দেখা হবে, তা হয়তো ভাবতে পারেননি ভারতের তারকা ব্যাটার।এক বছর আগে লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন রিঙ্কুর বাবা খাচান্দ্র সিং। গত এক বছরে সমস্যা বাড়তে বাড়তে চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। তাঁকে গ্রেটার নয়ডার এনসিআর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত কয়েকদিন সেখানেই ভর্তি ছিলেন। গত কয়েকদিন একপ্রকার যমে-মানুষে টানাটানি চলছিল। তিনি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর সাপোর্ট ও 'কন্টিনিউয়াস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি'-তে ছিলেন। শুক্রবার সকালে ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয় খাচান্দ্র সিংয়ের।
সোমবার ভারতীয় দলের সঙ্গে চেন্নাই যান রিঙ্কু। চেন্নাই পৌঁছেই বাবার অসুস্থতার খবর পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিবির থেকে ছুটি নিয়ে মঙ্গলবার ভোরে চেন্নাই থেকে নয়ডা গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেন। মাত্র একদিনের বিরতি কাটিয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই দলের সঙ্গে যোগ দেন বাঁহাতি ব্যাটার। যদিও বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ছিলেন না তিনি। ফিল্ডিংয়ে অবশ্য নামতে হয়েছিল।শুক্রবার সকালেই বাবার মৃত্যুর খবর পেলেন রিঙ্কু। খাচান্দ্র সিংয়ের প্রয়াণে শোকগ্রস্ত ভারতের ক্রীড়ামহল। এরপর বিশ্বকাপের বাকি অংশে রিঙ্কুকে পাওয়া যাবে কিনা সেটা নিয়ে বড়সড় সংশয় তৈরি হয়ে গেল। অবশ্য বিসিসিআই এ নিয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

আইএসএলের তৃতীয় ম্যাচেই হার ইস্টবেঙ্গলের জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও হেরে গেল লাল-হলুদ

আইএসএলে এখনও টানা তিনটি ম্যাচ জেতা হল না ইস্টবেঙ্গলের। শুক্রবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও হারতে হল লাল-হলুদকে। খারাপ ফুটবল এবং সুযোগ নষ্টই ডোবাল অস্কার ব্রুজোর দলকে। ইস্টবেঙ্গল হেরেছে ১-২ ব্যবধানে। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। দ্বিতীয়ার্ধে স্টিফেন এজে এবং রেই তাচিকাওয়ার গোলে জেতে জামশেদপুর। টানা তিনটি ম্যাচ জিতে লিগের শীর্ষে উঠে এল জামশেদপুর।গত মরসুমের শুরুতে ইস্টবেঙ্গলে খেললেও চোট পাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মাধি তালালকে। রাফায়েল মেসি বৌলিকেও রাখা হয়নি। দু'জনই এ দিন ইস্টবেঙ্গলকে যথেষ্ট বেগ দিলেন। মাঝমাঠে খেলা পরিচালনা করেছেন তালাল। জামশেদপুরের দ্বিতীয় গোলটি এসেছে তাঁর পাস থেকেই। মেসি বৌলিও গোল করেছিলেন। যদিও তা অফসাইডের কারণে বাতিল হয়েছে। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে এ দিন অভিষেক হলেও আন্টন সোজবার্গ বলার মতো কিছুই করতে পারেননি। নিষ্প্রভ ছিলেন ইউসেফ এজেজারিও। খুঁজে পাওয়া যায়নি মহম্মদ রশিদকেও।ম্যাচের শুরুতেই বক্সে ক্রস ভাসিয়েছিলেন মিগুয়েল। হেড করেছিলেন জয় গুপ্তা। তবে ঠিকঠাক হেড হয়নি। দু'মিনিট পরেই পায়ের জঙ্গল থেকে বল কাটিয়ে নিয়ে ভিন্সি ব্যারেটোকে পাস দিয়েছিলেন মাধি তালাল। ভিন্সি শট নিলেও তা প্রতিহত হয়। তবে শুরুতেই তালাল বুঝিয়ে দেন, পুরনো দলের বিরুদ্ধে কোনও আবেগ নিয়ে নামেননি তিনি। সাত মিনিটের মাথায় বাঁ দিক থেকে ভেসে আসা ক্রসে গোল করে ফেলেছিলেন মেসি বৌলি। তবে অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল হয়ে যায়। মেসি বৌলি বিশ্বাসই করতে পারেননি।ধীরে ধীরে খেলায় দখল নিতে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েল এবং বিপিন সিংহ নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। দূরপাল্লার একটি শট নিয়েছিলেন জিকসন সিংহ। তবে সফল হননি। উল্টো দিকে, ভিন্সি একাধিক বার সমস্যায় ফেলেন ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণকে। গোলকিপার প্রভসুখন গিলের তৎপরতায় বেঁচে যায় ইস্টবেঙ্গল।১৮ মিনিটে প্রায় গোল করেই ফেলেছিলেন তালাল। ফ্রিকিক থেকে সরাসরি গোলে শট নিয়েছিলেন। কোনও মতে আঙুল ছুঁইয়ে বল বাইরে বার করে দেন প্রভসুখন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জামশেদপুরের আক্রমণ বাড়তে থাকে। মাঝমাঠও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তারা। এর কৃতিত্ব অনেকটাই প্রাপ্য তালালের। তিনিই গোটা দলের খেলা পরিচালনা করছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের যা আক্রমণ তা তৈরি হচ্ছিল মিগুয়েলের পা থেকেই। রশিদ সে ভাবে বলই পাচ্ছিলেন না।খেলার বিপরীতেই ৪০ মিনিটে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁ দিক থেকে বিপিন ক্রস ভাসিয়েছিলেন। জামশেদপুরের ডিফেন্ডারের হেড সরাসরি যায় এডমুন্ডের কাছে। তিনি বিপক্ষ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে নিখুঁত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। বিরতির ঠিক আগে সহজতম সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েলের কর্নার ভেসে এসেছিল অরক্ষিত থাকা এজেজারির কাছে। তিনি সময় নিয়ে অনায়াসে বল লক্ষ্যে রাখতে পারতেন। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তাঁর হেড বারের অনেকটা উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গল চেষ্টা করছিল ধীরে ধীরে খেলার দখল নেওয়ার। বল নিজেদের পায়ে রেখে আক্রমণ তৈরি করার চেষ্টা করছিল তারা। তবে জামশেদপুর ম্যাচে ফিরতে দেরি করেনি। ফ্রিকিক থেকে তালালের ক্রসে হেড করেছিলেন স্টিফেন এজে। কোনও মতে গোল বাঁচান প্রভসুখন। তার ছ'মিনিট পরেই সমতা ফেরায় জামশেদপুর। এ বার নিকোলা বল ভাসিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফাঁকায় হেড করে গোল করেন এজে। দ্বিতীয় গোল করার চেষ্টা করতে থাকে দু'দলই। কিন্তু কেউই সফল হচ্ছিল না। ইস্টবেঙ্গল এবং জামশেদপুর দু'দলই রক্ষণ জমাট রেখে আক্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষের তিন মিনিট আগে জামশেদপুরকে এগিয়ে দেন রেই তাচিকাওয়া। এখানে কৃতিত্ব বেশি তালালের। তাচিকাওয়া পাস দিয়েছিলেন তালালকে। অসাধারণ ব্যাক ফ্লিকে সেই বল তাচিকাওয়াকেই পাস দেন তালাল। জাপানের ফুটবলার চলতি বলেই নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান। প্রভসুখনের কিছু করারই ছিল না। সাত মিনিট অতিরিক্ত সময় পেলেও গোল শোধ করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। যদিও একাধিক বার বিপক্ষের গোলের কাছাকাছি চলে এসেছিল তারা। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি।

তীব্র কম্পনে আতঙ্কিত বাসিন্দারা, লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ি রোডে রাস্তা অবরোধের হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আগরতলার লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ি রোড সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে দীর্ঘদিন ধরে অর্ধসমাপ্ত পরিকাঠামো কাজের জেরে। আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড (এএসসিএল)-এর আওতায় চলা এই কাজের বিরুদ্ধে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাস্তা অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে উইমেনস কলেজ ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরের বিপরীত দিক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রাস্তা ও রাস্তার ধারের অংশ খোঁড়াখুঁড়ি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রতিদিন বালিবোঝাই টিপার লরি ও জেসিবি মেশিন চলাচলের ফলে দুই ও তিনতলা বাড়িগুলিতে তীব্র কম্পন অনুভূত হচ্ছে বলে অভিযোগ। এতে বাসিন্দাদের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বলেন, "আমরা বারবার কর্পোরেটর রত্না দত্ত ও তাঁর স্বামী নারু দত্তকে সমস্যার কথা জানিয়েছি। কিন্তু আমাদের বারবার বুথ সভাপতির কাছে যেতে বলা হচ্ছে। স্মার্ট সিটির কাজ দ্রুত করানোর ক্ষমতা বুথ সভাপতির কতটা আছে?"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, এএসসিএল-এ প্রশাসনিক উদাসীনতা চরমে। "প্রাক্তন সিইও শৈলেশ কুমার যাদব চলে যাওয়ার পর একাধিকবার পদে পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ডা. গুগুলাবাথ শরথ নায়ক, আইএএস এমডি ও সিইও। তাঁর জিও নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি," দাবি বাসিন্দাদের।

আগরতলা পুর নিগমের ২০ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আশঙ্কা, ভারী যন্ত্রের লাগাতার কম্পনে তাঁদের বাড়িঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এক বাসিন্দার কথায়, "প্রতিবার টিপার চললে মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে।"

এর পাশাপাশি ধুলো দূষণ পরিস্থিতিকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পিএম ২.৫ সূক্ষ্ম কণা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে, অথচ আরবান ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ত্রিপুরা সরকার-এর আধিকারিকরা কার্যত নীরব দর্শক।

"কর্পোরেটর থেকে শীর্ষ আধিকারিকসবাই এয়ারটাইট গাড়িতে চলাফেরা করেন। ধুলো গিলে কষ্ট পেতে হয় শুধু সাধারণ মানুষকেই," ক্ষোভ উগরে দেন এক বাসিন্দা।

অবশেষে উপায় না দেখে লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ি রোডের বাসিন্দারা আগামী দিনে রাস্তা অবরোধের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের দাবিঅবিলম্বে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে এবং তথাকথিত 'মানবসৃষ্ট কম্পন ও ধুলোয় ভরা জীবন' থেকে মুক্তি দিতে হবে।

ধর্মনগরে সাতসকালে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, হাতেনাতে আটক নেশাসক্ত যুবক

ধর্মনগর, ২৭ ফেব্রুয়ারী: উত্তর ত্রিপুরার জেলা সদর ধর্মনগরে দিনের আলোয় ফের দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় অভিযুক্ত যুবককে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ধর্মনগর পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় নিজের দোকানের সামনে বসে ছিলেন এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সেই সময় দামছড়া থানাধীন বংসুলে এলাকার বাসিন্দা জোসেফ রিয়াং (পিতামৃত রঙমহম রিয়াং) অতর্কিতে তাঁর হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। ব্যবসায়ীর চিৎকারে আশপাশের দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ধাওয়া করে অভিযুক্তকে পাকড়াও করেন।

ব্যাগটি উদ্ধার করা গেলেও ব্যবসায়ীর অভিযোগ, ব্যাগে থাকা প্রায় তিন হাজার টাকা খোয়া গেছে। স্থানীয়রা অভিযুক্তের দেহ তল্লাশি চালালেও ওই টাকা উদ্ধার হয়নি। তবে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সিরিঞ্জ পাওয়া যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে যে, সে মাদকাসক্তদের কাছে এসব সিরিঞ্জ বিক্রি করত।

খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। নিখোঁজ টাকার সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মনগর শহরে মোবাইল, চেইন ও ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, মাদকাসক্তির বিস্তারই এসব অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। শহরবাসীর মতে, যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে প্রশাসনের আরও কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ এখন জরুরি।

বামুটিয়ায় সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু, চার দিনে কেনা হবে প্রায় ৪০০ মেট্রিক টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা সরকার-এর খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর-এর সহায়তায় বামুটিয়া বিধানসভা এলাকায় সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দোসরা মার্চ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী এই ধান ক্রয় শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিনোদিনী স্কুল মাঠে। প্রতি কুইন্টাল ধানের সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৩৬৯ টাকা। বামুটিয়া কৃষি মহকুমার উদ্যোগে আজ সকাল ১১টায় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমার ডিসিএম তাপস মজুমদার, কৃষি ট্রেডিং কমিটির চেয়ারম্যান জয়ন্তীদেব শর্মা, গোমতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস, সমাজসেবী শিবেন্দ্র দাস তালতলা পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষ পাল, পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েত প্রধান নিখিলেশ

বিপদে পড়া নাবালিকাকে আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার নজির রাখলেন বাবা ও মেয়ে

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী: মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কৈলাসহরের বাসিন্দা নান্টু দেববর্মা ও তাঁর মেয়ে। বিপদে পড়া এক নাবালিকাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন তাঁরা।

জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জের লাটিয়াছড়া এলাকায় মেয়ের বাড়িতে আসার পথে আগরতলা রেল স্টেশনে এক নাবালিকাকে কান্নাকাটি করতে দেখেন নান্টু দেববর্মা। কথাবার্তায় জানা যায়, মেয়েটির বাড়ি পেঁচারথল এলাকায়। সে জানায়, যাত্রাপথে তার কাছে থাকা টাকা চুরি হয়ে যায়।

ফলে নির্দিষ্ট স্টেশনে নামতে পারেনি এবং চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে যায়।

পরিস্থিতি বুঝে নান্টু দেববর্মা তাকে একা ফেলে না রেখে নিজের সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জের লাটিয়াছড়ায় মেয়ের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর মেয়ে-সহ পরিবারের সদস্যরা নাবালিকাকে সান্ত্বনা দেন এবং নিরাপদে রাখেন। রাতটি সেখানেই কাটানো হয়।

শুক্রবার সকালে বিষয়টি বিশ্রামগঞ্জ থানায় জানানো হয়। থানার পুলিশ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পেঁচারথল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে পেঁচারথল থানার পুলিশ বিশ্রামগঞ্জে এসে নাবালিকাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায় এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া শুরু করে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলায় মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত মধুপুর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কেনানিয়া সিনিয়র বেসিক স্কুল প্রাঙ্গণে এক মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন বিভাগের মোট ১১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১৯৬ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ৪৬ জনের রক্তে শর্করা পরীক্ষা করা হয় এবং ২৭ জনের এম পি কিটে ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণের লক্ষ্যে রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশিস দাস, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের জেনারেল মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ কনক চৌধুরী, ডাঃ মহেন্দ্র দেববর্মা, শল্য চিকিৎসক ডাঃ দীপ্তেন্দু চৌধুরী, শিশুরোগ বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ চয়ন চাকমা, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিস সাহা, অর্থোপেডিক্স বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ, পিএমআর বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ রাকেশ দাস, ইএনটি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সত্যকাম চক্রবর্তী, চক্ষু বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ পারুলদীপ চাকমা, চর্ম রোগ বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ কমল দাস, ইএমডি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ অভীক দেব। শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাশাপাশি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অরিজিৎ সিনহা, মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অর্পণ দেববর্মা, ডেন্টাল সার্জন, ডাঃ সংঘমিতা সেন, আয়ুষ চিকিৎসক ডাঃ দেবযানী রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাটিবাড়ি এডিসি ভিলেজ এর প্রধান স্বপন দেববর্মা।

উপস্থিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য শিবিরটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়। গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে প্রাপ্ত পরিষেবা যাতে গ্রামস্তরেও মানুষ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই আয়োজন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার সুফল পেয়েছেন অগণিত মানুষ।

উদয়পুরে ডিএম অফিসের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ প্লান্টের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক, রাজ্য জুড়ে সৌর বিদ্যুতের নতুন অধ্যায়

আগরতলা ২৭ ফেব্রুয়ারি: সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়ির ছাদকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রূপান্তরের পর এবার সরকারি কার্যালয় গুলিকেও সৌরশক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের আওতায় আনছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় পুনঃনবীকরণ শক্তি উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক কার্যালয়ের ছাদে সৌর সংকল্প প্রকল্পের অধীন গ্রিড কানেক্টেড রুফটপ সোলার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কাঁধে এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে উদয়পুরে গোমতী জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের ছাদে সৌর সংকল্প প্রকল্পের অধীন ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রিড কানেক্টেড রুফটপ সোলার পাওয়ার প্লান্টের শুভ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পুনঃনবীকরণ শক্তি উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রিংকু লাথার, আইএএস, বিদ্যুৎ নিগমের গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার নন্দিতা দাস এবং রাজ্যের সূর্য ঘর যোজনার ভারপ্রাপ্ত নোডাল অফিসার সঞ্জীব নন্দী মজুমদারসহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে শ্রীপদ নায়েক স্পষ্ট করে বলেন, ভবিষ্যৎ শক্তির মানচিত্রে সৌরশক্তিই প্রধান ভরকেন্দ্র হতে চলেছে। সরকারি দপ্তরগুলিকে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয় নয়, বরং প্রশাসনিক কাঠামোকেও পরিবেশ বান্ধব পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

সোনামুড়ায় বিএসএফ-পুলিশের যৌথ অভিযানে পলাতক ড্রাগস কারবারি গ্রেফতার

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল সোনামুড়া থানা ও ৮১ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। যৌথ অভিযানে এক পলাতক ড্রাগস কারবারিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০০ বোতল এসকফ কফসিরাপ এবং প্রায় ৬০০ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। ইয়াবাগুলি ৩০টি নীল রঙের প্লাস্টিক প্যাকেটে সংরক্ষিত ছিল। এ ঘটনায় সেদিনই সোনামুড়া থানা-তে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়।

ঘটনার দিনই ইদ্রিস মিয়া ও তার স্ত্রী মনোয়ারা খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বর্তমানে তারা বিচারাধীন অবস্থায় জেল হেফাজতে রয়েছেন। তবে মূল অভিযুক্ত ওইদিন থেকেই পলাতক ছিলেন। তার বাড়ি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একেবারে জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই তিনি পুলিশের নজর এড়িয়ে ছিলেন বলে জানা গেছে।

অবশেষে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম সাদ্দাম হোসেন (৩২)। তার বাড়ি ইউএনসি নগর, ফকিরাদুলা এলাকায়, সোনামুড়া থানাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার কাছ থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় সক্রিয় একাধিক মাদক পাচারকারীর নাম উঠে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার রুখতে পুলিশ ও বিএসএফের এই যৌথ অভিযানকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ সপ্তাহে কুমারঘাট—ফটিকরায়ে বাইক র‍্যালি, নারী ও শিশু নির্যাতন রুখতে সচেতনতার বার্তা

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী :পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নেশামুক্ত সমাজ গঠন এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলা পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক বিশাল বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কুমারঘাট থানার সামনে থেকে র‍্যালিটি সূচনা হয়। সেখান থেকে র‍্যালি কুমারঘাট শহর পরিক্রমা করে ফটিকরায় বাজারে পৌঁছায়। পরে কুমারঘাট আশ্রমপল্লী, নতুন ব্রিজ হয়ে ব্লক চৌমুহনী ঘুরে পুনরায় কুমারঘাট থানার সামনে এসে র‍্যালির সমাপ্তি হয়।

র‍্যালিতে প্রায় ৭০ জন পুলিশকর্মী অংশ নেন। কর্মসূচির সূচনালগ্নে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর, কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ অফিসার অশেষ দেববর্মা, কুমারঘাট থানার ওসি সঞ্জয় দাসসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

র‍্যালি উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর বলেন, শুধু পুলিশের একার পক্ষে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়, সাধারণ মানুষকেও সমানভাবে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি পরিবারে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে তবেই সুস্থ সমাজ গঠন সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, কোথাও নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম বা বাল্যবিবাহের ঘটনা নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে হবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই এই ধরনের অপরাধ রোধ করা সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাব প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎ বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন, আগরতলা-এ

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফে শুক্রবার বাংলাদেশ ভিসা অফিসের সহকারী হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন এক প্রতিনিধি দল। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করার পাশাপাশি দুই দেশের সাংবাদিকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবার আবেদন জানানো হয়।

বাংলাদেশের সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের জন্য আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠির মাধ্যমে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নিকট প্রতিবেশী হিসেবে ভারতবর্ষের উত্তর- পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য এবং বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ত্রিপুরার প্রতিটি জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রীসভার প্রতিটি সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মহান বিজয়ের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যাবে এক সোনালী দিনের অভিমুখে। রচিত হবে নতুন ইতিহাস। দুটি দেশের মৈত্রী, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্যর বিষয় গুলোও উঠে এসেছে আগরতলা স্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার সঙ্গে আলোচনায়। সাংবাদিক কল্যাণে, সাংবাদিকদের সঙ্গে পারস্পরিক মত বিনিময়, যোগাযোগ, কর্মসূচি রূপায়ণ এবং ভিসার সরলীকরণের প্রশ্নেও বাংলাদেশের নতুন সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এই আশা ব্যাক্ত করা হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকারের নেতৃত্বে দুই সদস্যক প্রতিনিধি দলে ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক কমল চৌধুরী।

দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য রাজ্যেও শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী রাহত প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: সড়ক দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের তাৎক্ষনিক চিকিৎসা পরিষেবা যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তারজন্য শুরু করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী রাহত (পিএম - আরএএইচটি) প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সড়ক, যোগাযোগ এবং মহাসড়ক মন্ত্রকের অধীনে এই প্রকল্প পরিচালিত হবে। এই প্রকল্পে দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের হাসপাতালে সর্বোচ্চ ৭দিনের চিকিৎসা করানোর জন্য সর্বাধিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সহায়তা করা হবে।

যদিও এর অতিরিক্ত অর্থ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের পরিবারকেই বহন করতে হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে একথা বলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, পরিবহন, আরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহনমন্ত্রী জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে যাতে কোন সমস্যা না হয়, তারজন্য এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। এই সম্পর্কিত ভার্চুয়াল মিটিং গতকাল কেন্দ্রীয় সড়ক, যোগাযোগ এবং মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহন মন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে কেউ টাকার অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ৭টি বেসরকারি হাসপাতাল সহ মোট ১৪১টি ছোট বড় এবং রাজ্যস্তরীয় হাসপাতাল এই প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

যেখানে দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের নিয়ে গেলে কোন ধরণের দেরি কিংবা প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে পরিষেবা শুরু করার কাজ দেরি করা যাবে না। পরিবহন মন্ত্রী আরও জানান, ইতিমধ্যে রাজ্যে রাহ-বীর স্কিম চালু রয়েছে। যার মাধ্যমে দুর্ঘটনা হওয়ার প্রথম ১ ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যান তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৯ জনকে এবং জাতীয়স্তরে ১ জন ডিএসপি''কে সম্মানিত করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন এই প্রকল্পের ফলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অনেকাংশ হ্রাস করার সম্ভব হবে। এছাড়া দুর্ঘটনার শিকার পরিবারের সদস্যদের আর্থিক ব্যয়ভার অনেকটা লাঘব করা যাবে। তিনি বলেন, রাজ্যে এই প্রকল্প চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে।সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, আই জি (আইনশৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার, রাজ্যে আয়ুষ-এর সিইও শরদ নায়ার এবং পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী।

ত্রিপুরায় এইচআইভি রোধে জোরদার কৌশল, আইডিইউ প্রবণতা বড় চ্যালেঞ্জ

আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আজ গুয়াহাটিতে মিশন এইডস সুরক্ষার অধীনে তিন দিনব্যাপী সুরক্ষা সংকল্প কর্মশালার শেষ হয়েছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরায় জেলা-স্তরের এইচআইভি প্রতিক্রিয়া কৌশলগুলিকে আরও জোরদার করেছে। সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ন্যাকো) অতিরিক্ত সচিব এবং মহাপরিচালক ডঃ রাকেশ গুপ্ত জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে এইডসকে নির্মূল করার জাতীয় প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ভারত ১ ডিসেম্বর ২০২৭ সালের মধ্যে এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে এবং প্রতিটি উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জেলাকে এই প্রতিশ্রুতিকে ৯৫-৯৫-৯৯ লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাপযোগ্য অগ্রগতিতে রূপান্তর করতে হবে।

কর্মশালার শেষ দিনে নাগাল্যান্ডের ১৫টি চিহ্নিত উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জেলার উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এইচআইভির প্রবণতা ১.৩৭ শতাংশ, এবং আনুমানিক ২৪,০০০ মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত। মিশন এইডস সুরক্ষার অধীনে জেলা-স্তরের ফলাফল জোরদার করার জন্য চুমোকেদিমা, ডিমাপুর, কিফিরে, কোহিমা, লংলেং, মোকোকচুং, নিউল্যান্ড, নোকলাক, পেরেন, ফেক, শামাতোর, সেমিন্যু, তুয়েনসাং, ওখা এবং জুনহেবোটো সহ জেলাগুলি ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় মহামারী সংক্রান্ত তথ্যকে সিদ্ধান্তমূলক এবং সময়সীমাবদ্ধ পদক্ষেপে রূপান্তরিত করার জন্য কেন্দ্রীভূত ক্ষুদ্র-পরিকল্পনা, উন্নত নজরদারি এবং সামাজিক সম্পৃক্ততাকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা নিয়ে আলোচনায় ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণের (আইডিইউ) ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে একটি জরুরি জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই রাজ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এইচআইভি-র প্রাদুর্ভাব ০.৩৯ শতাংশ এবং এইচআইভি আক্রান্ত ১১,০০০ জন মানুষ রয়েছেন। সাতটি জেলা - ধলাই, গোমতী, খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ঊনকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা—জেলাগুলিতে সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপের ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কর্মশালায় পিয়ার-লীডারদের সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ জোরদার করার, ওপিওডি সাবস্টিটিউশন থেরাপি (ওএসটি) সহ ক্ষতি হ্রাস পরিষেবাগুলিকে আরও বাড়ানোর, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় বৃদ্ধি করার, অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি)র সাথে সংযোগ উন্নত করার এবং উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থায়ী ভাইরাল দমন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas